মুজিব বর্ষের দীক্ষা
কারিগরি শিক্ষা

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
www.tmed.gov.bd

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ডা. দীপু মনি, এম.পি., মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক
জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি., মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

সম্পাদনায়
জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

সম্পাদনা পরিষদ
জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব
জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, যুগ্মসচিব
জনাব মোঃ আব্দুল আখের, উপসচিব
জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান, উপসচিব
জনাব রহিমা আক্তার, উপসচিব
জনাব মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল, উপসচিব
জনাব রোকসানা রহমান, উপসচিব
জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব)
জনাব সুলতানা আক্তার, উপসচিব
জনাব কাইজার মোহাম্মদ ফারাবি, উপসচিব
জনাব মোছাঃ ফুয়ারা খাতুন, সিনিয়র সহকারী সচিব
জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব

সহযোগিতায়
জনাব আকতার হোসেন খান, সহকারী সচিব
জনাব রাজু আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জনাব মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ, কম্পিউটার অপারেটর
জনাব মারুফ হুসাইন আকন্দ, উচ্চমান সহকারী

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২১

প্রকাশক
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রিন্টিং
গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট,
সাত মসজিদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

"আমরা তাকাব এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম।"

---জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রেই সঠিক কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন সৃজনশীল ও মেধাবী নেতৃত্ব।
প্রয়োজন সৃষ্টিশীল মেধাবী মানুষ।”

-- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দৈনিক বাংলা

রেজি : নং ডিএ ৪৮ : ১০ বর্ষ, ২১৫ সংখ্যা : ঢাকা : শনিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ : ১৬ই জমাদিউল আউয়াল, ১৩৯৪ : ৮ই জুন, ১৯৭৪ : মূল্য : ৩০ পয়সা : ভারতে বিমানডাকে ৩৫ পয়সা

শিক্ষা কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ : সুপারিশ বাস্তবায়নে সেল গঠিত হবে—বঙ্গবন্ধু

বৃত্তিমূলক শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে

স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষা কমিশন শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেছেন।

শিক্ষা কমিশনের কাছ থেকে রিপোর্ট গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি সেল গঠন করা হবে।

ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত সর্বমোট প্রায় সাড়ে ৪ শ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে উল্লেখযোগ্য আড়াইশ সুপারিশ রয়েছে। রিপোর্টে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

গতকাল সকালে গণভবনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ কুদরত-ই-খুদা প্রধানমন্ত্রীর হাতে কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট অর্পণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং কমিশনের সদস্যগণও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ খুদা শিক্ষামন্ত্রীকেও রিপোর্টের একটি কপি উপহার দেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কমিশনের সদস্যবৃন্দকে দেশের জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের সঠিক দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য কমিশনের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, এই রিপোর্ট প্রণয়ন করতে গিয়ে কমিশন বিভিন্ন সময়ে যেসব অসুবিধা ও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন সে সম্পর্কে তিনি অবহিত রয়েছেন।

রিপোর্ট পেশ করার পর কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ কুদরত-ই-খুদা গণভবনে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান যে রিপোর্টে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নার্সিং, কৃষি, বাঁশ, বেত প্রভৃতি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশ অনুযায়ী ১ম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, ৯ম শ্রেণী থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত ৪ বছর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

ডঃ খুদা আরো জানান যে সুপারিশের সাফল্য যদি ১১শ শ্রেণী পর্যায়ের পরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ৪ বছর থেকে ১ বছর কমানো যাবে। তিনি জানান যে পরীক্ষায় অসদুপায় ও বিভিন্ন দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করার জন্য রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে।

ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে জানা গেছে যে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ৬৫ ভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য শতকরা ২০ ভাগ এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৫ ভাগ অর্থ ব্যয় করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের মতে এসব সুপারিশ কার্যকরী করতে ১০ থেকে ১৫ বছর সময় লাগবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে সরকার ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট এই শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন গত বছর মে মাসে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন।

শুক্রবার ডঃ কুদরত-ই-খুদা গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রদান করেন —দৈনিক বাংলা

রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে ঢাকা-তেহরান

বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি নিরাপত্তা পরিষদ

দৈনিক বাংলা, ০৮ জুন, ১৯৭৪

বাণী

ডা. দীপু মনি, এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ করোনা অতিমারির মধ্যেও নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে এবং দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতের সম্প্রসারণে গ্রহণ করেছে নানারকম পদক্ষেপ। আমি এ বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছে তার সফল বাস্তবায়নের জন্য দরকার আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ মানবসম্পদ। দেশের বর্তমান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগিয়ে প্রশিক্ষিত জনপুঁজি গড়ে তোলার মূল কাজটিই করে যাচ্ছে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। দেশে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি করতে সরকার কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ২০৩০ সাল নাগাদ ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৪১ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সরকারের গৃহীত নানা কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। একই সঙ্গে বাড়ানো হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার পরিধি। দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ১০০ টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ স্থাপন করা হবে, যা কর্মবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে কর্মসংস্থানের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ২০২৩ সাল হতে সারা দেশের সকল সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও ৯ম-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্স চালু করা হবে। কারিগরি শিক্ষায় গতিশীলতা আনতে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের বিভিন্ন পদে ৪,০০০ (চার হাজার) এর অধিক জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে তারাও মূল স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মবাজারের উপযোগী হয়ে জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারে। ইতোমধ্যে ৩২২ টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩৩১টির কাজ চলমান রয়েছে। চলতি বছর কারিগরি ও মাদ্রাসা স্তরে ১৪,৮৭৪ জন শিক্ষক ও ৪,৮১৬ জন কর্মচারিকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

করোনা অতিমারির মধ্যেও কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চালিয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশনার উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

(ডা. দীপু মনি, এম.পি.)
মন্ত্রী

'একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ'

সৈয়দপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাণী

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.
উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটি বিকাশমান খাতের নেতৃত্বদানকারী কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ তাদের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। নবসৃষ্ট এ বিভাগ অল্প সময়ে দেশব্যাপী কারিগরি শিক্ষার প্রসারে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে এবং নতুন অনেক কর্মসূচি নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনটি বিভাগের কর্মকান্ড, প্রত্যাশা ও অর্জনের বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

কারিগরি শিক্ষা বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি খাত। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রণীত ড. কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় রূপায়িত হয় জাতীয় শিক্ষা নীতি -২০১০। এতে প্রাধান্য দেয়া হয় দক্ষতাভিত্তিক কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মেলাতে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে গ্রহণ করা হয়েছে বহুমুখী কার্যক্রম। ফরিদপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলায় ০৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। বাজার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কারিগরি শিক্ষার ট্রেডসমূহ পুনর্বিন্যাস ও শিক্ষাক্রমের ব্যাপক পরিমার্জন করা হচ্ছে।

সবার জন্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ICT, Web-design, Data Analysis, Programming সহ বিভিন্ন ট্রেডে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। মাদ্রাসায় শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করতে প্রতিটি সংসদীয় আসনে ৬টি মাদ্রাসায় বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বাড়াতে বাস্তবায়িত হচ্ছে MEMIS প্রকল্প। কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশে-বিদেশে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে যে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তা দেশের সার্বিক অগ্রযাত্রায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। এসব কর্মসূচির চিত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরায় এর প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

(মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.)
উপমন্ত্রী

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

ডিপ্লোমা এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

বাণী

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে এ মর্মে ঘোষণা করেন যে, “বৃত্তিমূলক শিক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে” (দৈনিক বাংলা, ৮ জুন, ১৯৭৪)। বঙ্গবন্ধু-র শিক্ষা দর্শন অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

দেশের প্রতি উপজেলায় ১টি করে আন্তর্জাতিক মানের টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৪১ শতাংশে উন্নীত করার জন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা-কে মানসম্মত করার লক্ষ্যে এ পর্যায়ে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ল্যাবরেটরি আধুনিকায়ন ও পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। NTVQF/BNQF-এর দক্ষতা পরিমাপকের আলোকে প্রশিক্ষণের কোর্স ডিজাইন করা হয়েছে এবং সরকারি প্রশিক্ষকদের পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আগামী ১৮ মাসের মধ্যে কারিগরি ধারার সকল শিক্ষকদের দক্ষতা পর্যায় লেভেল-৪ এ উন্নীত করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে বেসরকারি পর্যায়ে তা বিস্তৃত করা হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা-র পাঠ্যক্রম-কে যুগোপযোগী করা হয়েছে এবং এ শিক্ষা-কে কর্মমুখী শিক্ষা হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ টি মাদ্রাসায় এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মাদ্রাসায় ২ থেকে ৫ টি ট্রেড চালু করা হবে। এজন্য ল্যাবরেটরি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে অনলাইনে ও সরাসরি, আরবি ও ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা প্রশাসন, আইসিটি, গণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে।

মাদ্রাসাসহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণে এ বিভাগ কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এ বিভাগ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে মর্মে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১) প্রণয়ন ও প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকল-কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম খান)
সচিব

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

APA	Annual Performance Agreement.
BNQF	Bangladesh National Qualifications Framework.
BMEB	Bangladesh Madrasah Education Board
BMTTI	Bangladesh Madrasah Teachers Training Institute.
BTTTRI	Bangladesh Technical Teachers Training Research Institute.
BTEB	Bangladesh Technical Education Board.
CBT&A	Competency Based Training and Assessment.
CBLM	Competency Based Learning Materials.
Dakhil (VOC)	Dakhil Vocational.
DME	Directorate of Madrasah Education
DTE	Directorate of Technical Education
GOB	Goverment of Bangladesh
HSC(BM)	Higher Secondary School Certificate (Business Management).
HSC(VOC)	Higher Secondary School Certificate (Vocational).
ICT	Information and Communication Technology.
IDMT	Interactive Digital Madrasah Textbook
ISC	Industry Skill Council.
JDC	Junior Dakhil Certificate.
LMS	Learning Management System
MOU	Memorandum of Understanding
MEMIS	Madrasah Education Management Information System.
NTVQF	National Technical and Vocational Qualifications Framework.
NACTAR	National Academy for Computer Training and Research.
NSC	National Skill Certificate.
NSDA	National Skills Development Authority
NSDP	National Skills Development Policy
RPL	Recognition of Prior Learning.
RTO	Register Training Organization.
STEP	Skill and Training Enhancement Project.
SSC(VOC)	Secondary School Certificate (Vocational).
SEO	Search Engine Optimization.
SMM	Social Media Marketing.
TVET	Technical and Vocational Education and Training.
TSC	Technical School and College.
TQI	Teaching Quality Improvement.

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপ		১৪
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		১৭
ক্রমিক	**বিষয়**	**পৃষ্ঠা**
১.	কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের রূপকল্প	২৩
২	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের লক্ষ্য ও আমাদের অঙ্গীকার	২৬
৩.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৭
৪.	ভূমিকা	৩০
৫.	কোভিডকালীন গৃহীত শিক্ষা কার্যক্রম	৩৪
৬.	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৮
৭.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও অধীন সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪০
৮.	দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৫৩
৯.	আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন/ পরিমার্জন	৫৪
১০.	বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (BNQF)	৫৭
১১.	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ট্রেড ও টেকনোলজিসমূহ এবং এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি) কোর্স পুনর্বিন্যাস	৬০
১২.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৬১
১৩.	কারিগরি শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	৬৪
১৪.	দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানোন্নোয়ন ও সম্প্রসারণ	৬৬
১৫.	মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নোয়ন ও সম্প্রসারণ	৭২
১৬.	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৮০
১৭.	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল	৮৫
১৮.	‘মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	৮৭
১৯.	অবকাঠামো উন্নয়ন	৯০
২০.	সেবা সহজিকরণ, উদ্ভাবন, শুদ্ধাচার চর্চা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৯৫
২১.	গবেষণা কার্যক্রম	৯৯
২২	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	১০৪
২৩	অডিট ও মামলা	১১০
২৪.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	১১২

‘একটাই লক্ষ্য
হতে হবে দক্ষ’

টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা, বহুমাত্রিক উদ্যোগ, অব্যাহত সমর্থন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও কারিগরি শিক্ষা

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ধারাবাহিকভাবে ৭ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.১৫ শতাংশে উন্নীত হয়। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির এই ধারাবাহিক অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ অতিমারি বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-র হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৫১% যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫.৪৭% দাঁড়াবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ২২৮৭ মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল ২০২৪ মার্কিন ডলার। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন শেষে সরকার রূপকল্প ২০৪১ গ্রহণ করেছে এবং এর কৌশলগত দলিল হিসেবে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১ -২০৪১) প্রণয়ন করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১- ২০২৫) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে অর্থাৎ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশে উত্তরণের লক্ষ্য স্থির করেছে। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক অতিমারি মোকাবেলা, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১ -২০৪১) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা আবশ্যক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুযায়ী ১৫ বছরের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৬.৩৫ কোটি (পুরুষ ৪.৩৫ কোটি এবং মহিলা ২ কোটি)। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমূখী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনগণকে জনশক্তিতে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিটি পরিকল্পনাতেই সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে গত ১০ বছরে ভর্তির হারে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২০ সালে কারিগরি শিক্ষার ভর্তির হার ছিল ১৭.১৮ শতাংশ। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২২ ভাগ, ২০৩০ সালে ৩০ ভাগ এবং ২০৪১ সালে ৪১ ভাগে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/ প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষায় গৃহীত কার্যক্রম

কারিগরি শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (NTVQF) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজি এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে সমন্বিত TVET Action Plan তৈরি করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদের আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে বিদেশে চাকুরীর বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি মোট ১০৪৫২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ১১৯টি সরকারি প্রতিষ্ঠান এর পাশাপাশি ২০২১ সনে আরো ৩৫টি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ চালু করা হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অধিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এ স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাহায্য মঞ্জুরি হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। দেশে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে কতিপয় কার্যক্রম; যেমন ১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপন প্রকল্প, চারটি বিভাগীয় শহরে (সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর) ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং ৪টি বিভাগে (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর) ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর, বরিশাল-এ ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। “৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। ২টি সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান।

কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৮১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে Industry–Institute Linkage সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। নির্মিত/নির্মীয়মাণ ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের মধ্যে ৩৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রথমবারের মতো ২০২১ সালের জানুয়ারি-তে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগামী ২০২২ সালে আরো ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণিতে ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। অবশিষ্ট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের স্থাপন কার্যক্রম সমাপ্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

৩২৯টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মিত হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বৃত্তির আওতায় ডিপ্লোমা ও বিএসসি পর্যায়ে শিক্ষার্থী প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ৪ নং লক্ষ্যমাত্রায় সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা কাঠামো (NTVQF) এ বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ১৭.১৮% এবং নারী শিক্ষায় ২৬.৭১% এ উন্নীত হয়েছে। ভর্তির ক্ষেত্রে মহিলা কোটা ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর ৫% ভর্তি কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন সংশোধন করা হয়েছে। ৪৮৫ টি বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভূক্ত করা হয়েছে। ২,১৩৬টি বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮,৯৫৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করার পাশাপাশি বিদ্যমান সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ১২,৬০৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষায় গৃহীত কার্যক্রম

মাদ্রাসা শিক্ষা কর্মমুখীকরণ ও মানোন্নয়ন, আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রস্তুত ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু তদারকি এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ৭,৯৪৫ টি এমপিওভূক্ত মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রথম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কোরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি ও ইসলামি বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে যেমন কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে। মাদ্রাসার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিদ্যমান ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন প্রকল্প

চলমান আছে। মাদ্রাসা উচ্চ শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৮৮টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। এসইডিপি প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সালে ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ৭৭টি সিনিয়র মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনকে দ্রুত, গতিশীল ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে MEMIS (Madrasah Education Management Information System) সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৫০৩ টি বেসরকারি মাদ্রাসা এমপিওভূক্ত করা হয়েছে। প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসায় 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী ভর্তিসহ পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনে স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের আরবি ও ইংরেজি ভাষায় শোনা ও বলার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরবি ও ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এবতেদায়ী ১ম শ্রেণি থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক অনলাইনে ১,৯৮৭ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কোভিডকালীন গৃহীত শিক্ষা কার্যক্রম

কোভিড-১৯ এর সময়ে সংসদ বাংলাদেশ টিভিতে কারিগরি শিক্ষাধারার মোট ৬৭৯টি ক্লাস সম্প্রচারিত হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত Facebook Live এর মাধ্যমে মোট ১৮৮৬টি ক্লাস পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব পরিচালনায় অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অতিমারি কোভিড-১৯ এর কারণে ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখ থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং এটুআই-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন-এ **'আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা'** শিরোনামে অনলাইন ক্লাস সম্প্রচার শুরু করা হয়। কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত রাখতে অ্যাসাইনমেন্ট এর কাজ চলমান আছে। অনলাইনের মাধ্যমে মোট ৫৯৬টি ক্লাস পরিচালিত হয়েছে। সরকারি ০৩(তিন) টি আলিয়া মাদ্রাসা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে নিয়মিত অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করছে। বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহ তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করছে।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম একটি সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ প্রণীত হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ এবং যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩২২টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৩৩১টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা; অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম উৎপাদনমুখী মানবসম্পদ তৈরি; দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি; কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; শিক্ষার সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং সকল জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; শিশু, প্রতিবন্ধি ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিটি স্তরে পাঠ্যক্রমে নতুন কন্টেন্ট অন্তর্ভুক্তকরণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। পর্যায়ক্রমে কারিকুলাম ও সিলেবাস পরিমার্জন অব্যাহত রাখা। "Covid Response and Recovery Plan" মোতাবেক অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সে লক্ষ্যে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতকরণ। ২০২২ সালের মধ্যে সকল শূন্য পদে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান। ২০২২ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও কার্যক্রম অনলাইনকরণ। বিদ্যমান মাদ্রাসাসহ অতিরিক্ত আরো ৫০০ মাদ্রাসা তে দাখিল পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণ।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ২০২২ শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ;
- NTVQF এর আওতায় কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অনুদান প্রদান করা;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা সংশোধন ও পরিমার্জন করা;
- ২১৪৭৫ জন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষার্থীর ৬০% কে উপবৃত্তি প্রদান;
- শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ৫০ টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণ (র‍্যাংকিং) করা।

'একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ'

কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী

আমাদের রূপকল্প

জ্ঞান, দক্ষতা ও মানবিক
মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ
বিনির্মাণ, তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের
“সোনার বাংলা”প্রতিষ্ঠা

আমাদের অভিলক্ষ্য

কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত,দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণ
২. মাদ্রাসা শিক্ষাকে কর্মমুখীকরণ
৩. শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন
৪. শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতা (Equity & Equality) নিশ্চিতকরণ

দক্ষতাভিত্তিক
কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

আমাদের লক্ষ্য, আমাদের অঙ্গীকার

২০৪১

জ্ঞান, দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণ, তথা "সোনার বাংলা" প্রতিষ্ঠা

শিক্ষার্থী ভর্তি ৪১%

২০৩০

অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিস্তৃতি

শিক্ষার্থী ভর্তি ৩০%

২০২১

মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শিক্ষার্থী ভর্তি ১৭.১৮%

২০২৩

শিক্ষকদের দক্ষতার পর্যায় উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

শিক্ষার্থী ভর্তি ২২%

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
Directorate of Technical Education
এফ -৪ বি,আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
Directorate of Madrasah Education
গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dme.gov.bd

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
Bangladesh Technical Education Board
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.bteb.gov.bd

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড , ঢাকা
Bangladesh Madrasah Education Board
২, অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২০৭
www.bmeb.gov.bd

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার)
National Academy for Computer Training and Research
ফুলতলা,বগুড়া
www.nactar.gov.bd

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই)
Bangladesh Madrasah Teachers Training Institute
ময়মনসিংহ হাই-ওয়ে, গাজীপুর
www.bmtti.gov.bd

‘একটাই লক্ষ্য
হতে হবে দক্ষ’

টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ৬ষ্ঠ শ্রেণির প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্মমুখী শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তিনি উল্লেখ করেন যে,"বৃত্তিমূলক শিক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।" (দৈনিক বাংলা, ৮ই জুন, ১৯৭৪)। বঙ্গবন্ধুর চিন্তার ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। একই সঙ্গে সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে কর্মমুখী ও যুগোপযোগী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে দেশে দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর বয়স ৩০ বছরের নীচে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদে রুপান্তর করে দেশের সমৃদ্ধি ও শান্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের (TVET) উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে, যা রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প ২০৪১ ও SDG এ প্রতিফলিত হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ এ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির হার ২০% এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ এর মধ্যে ৩০% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির হার ৪১% বা তার বেশী অর্জনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) সম্প্রসারণের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব, এসিডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, রূপকল্প ২০৪১, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কে সামনে রেখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রত্যয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বহুমুখী দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (Bangladesh National Qualifications Framework) প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে - যাতে করে সাধারণ, কারিগরি, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিখন পথ (Learning Pathways) নিশ্চিত করা যায় এবং জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে একটি সমন্বিত যোগ্যতা কাঠামো-র মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)-এর ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৪ নং লক্ষ্য হচ্ছে 'সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্পন্ন এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা'। এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে এ বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার) সমন্বিতভাবে কাজ করছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশ ও দেশের বাইরের শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ প্রেরণে এ বিভাগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ লীড এবং কো-লীড মিনিস্ট্রি হিসেবে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কাজ

করছে। সকল শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম উৎপাদনমুখী মানবসম্পদ তৈরি; কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি; কোভিড পরিস্থিতিতে মিশ্র পদ্ধতিতে (Blended Learning) স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; শিক্ষার সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং সকল জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; শিশু, প্রতিবন্ধি ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন; যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি; চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিটি স্তরে পাঠ্যক্রমে নতুন নতুন কন্টেন্ট অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এর প্রায়োগিক বিষয়ে কার্যকর শিখন পরিবেশ তৈরীকরণের মাধ্যমে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

কারিগরি শিক্ষা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরুপভাবে নির্ধারণ করা হয়ঃ ১) দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে মানসম্পন্ন ও দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ, ২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা এবং ৩) দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে ২০২৬ সাল থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে এগোতে হবে। একই সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী নতুন সাধারণ অবস্থায় নানাবিধ চাহিদা মোকাবেলা করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দক্ষতার সাথে টিকে থাকা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জন করে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমাদের দেশে সেক্টরভিত্তিক দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরী করা আবশ্যক।

বর্তমানে এ বিভাগের অধীন **২১৩৬**টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট **১৯৬১৫** জন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন এবং **১১,১৮,৩৩৪** জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এ বিভাগ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিমানগত ও গুণগত মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে দক্ষতাভিত্তিক করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো পরিলক্ষিত হয়ঃ

- শিক্ষক/প্রশিক্ষক, সহায়ক কর্মচারির স্বল্পতা ও তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব;
- জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর (NTVQF) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ল্যাবরেটরি ও যন্ত্রপাতিসহ অবকাঠামোর অপ্রতুলতা;
- দক্ষতাভিত্তিক ব্যবহারিক পাঠদান, ইংরেজি ভাষা ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাব এবং কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত নয়।
- অকুপেশনভিত্তিক, এসএসসি এইচএসসি (ভোক) ও ডিপ্লোমা-ইন

ইঞ্জিনিয়ারিং এর টেকনোলজি align ও পাঠ্যক্রমসমূহ সময়ের সাথে হালনাগাদ না হওয়া;

- বাংলাদেশের যুবশক্তিকে দেশ ও বিদেশের কর্মের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের Skill re-skilling, up-skilling এর বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকা এবং শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের কার্যকর সংযোগের অভাব।

মাদ্রাসা শিক্ষায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তর যেমন- এবতেদায়ী/প্রাথমিক সমমান, দাখিল/এসএসসি সমমান, আলিম/এইচএসসি সমমান, ফাজিল/স্নাতক সমমান ও কামিল/ মাস্টার্স সমমান রয়েছে। বর্তমানে দেশে এমপিওভুক্ত ৭৯৫৫টি মাদ্রাসায় ১৫৩১৭৫ জন শিক্ষক ও ৩৯,১৫,১৩৩ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রতিটি সংসদীয় আসনে ৬টি করে মাদ্রাসায় বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ‘‘নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৮০০টি মাদ্রাসায় বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ৩২২টি মাদ্রাসায় ল্যাপটপ, স্পিকার, স্মার্ট মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টার-এ্যাকটিভ প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে। দেশের ৯৩৯৭টি মাদ্রাসার নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৫২টি মডেল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০২২ সালে সাধারণ শিক্ষা ধারায় ২৯ হাজার ৭শত ৮৩টি স্কুল ও মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে প্রাক-বৃত্তিমূলক কোর্স চালুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, মাদ্রাসা শিক্ষার ৬ষ্ঠ শ্রেণির কুরআন মাজিদ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি ১ম এবং আরবি ২য় পত্র-এ ৪টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ইন্টারএ্যাক্টিভ ডিজিটাল ভার্সন Interactive Digital Madrasah Textbook (IDMT) উন্নয়ন করা হয়েছে।

যদিও কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে, তবুও মাদ্রাসা শিক্ষা-কে কর্মমুখী ও যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো পরিলক্ষিত হয়ঃ

- প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক ট্রেড অন্তর্ভুক্ত না থাকায় তা কর্মমুখী নয় এবং শিক্ষকদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাব;
- ভোকেশনাল ট্রেডসমূহ অন্তর্ভুক্তিকরণে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের আগ্রহের অভাব;
- অবকাঠামো, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উপকরণসহ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক ও উপকরণ না থাকা;
- মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষা (কথন, পঠন, শ্রবণ, লিখন) দক্ষতার অভাব।

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটিটিসি) এ ০২ (দুই) মাসব্যাপী
“বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” এর উদ্বোধন

কোভিডকালীন গৃহীত শিক্ষা কার্যক্রম

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৮৮৪টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করে নিয়মিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) কোর্সের ক্লাসসমূহ পরিচালনা করা হয়। কোভিড-১৯ এর সময়ে সংসদ বাংলাদেশ টিভিতে কারিগরি শিক্ষাধারার মোট ৬৭৯টি ক্লাস সম্প্রচারিত হয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত Facebook Live এর মাধ্যমে মোট ১৮৮৬টি ক্লাস পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব পরিচালনায় অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সংসদ বাংলাদেশ টিভিতে প্রচারিত ক্লাস (১ম পর্যায়)

- ১৯ এপ্রিল ২০২০ হতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) কোর্সের নবম ও দশম শ্রেণির ১০টি ট্রেডের বিষয়ের ক্লাস সম্প্রচারিত হয়।
- ১ম পর্যায়ে মোট ১১৬ টি ক্লাস নিয়মিতভাবে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রচারিত হয়।
- ১৩ জন শিক্ষক উক্ত ক্লাসসমূহ পরিচালনা করেন।

সংসদ বাংলাদেশ টিভিতে প্রচারিত ক্লাস (২য় পর্যায়)

- ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে ক্লাস প্রচার শুরু হয়।
- ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ৫টি টেকনোলজির ২৫ টি বিষয় এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) কোর্সের ১২টি ট্রেডের ক্লাস সম্প্রচারিত হয়।
- ২য় পর্যায়ে ৩১/০১/২০২১ পর্যন্ত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর ৩৮৯ টি এবং ভোকেশনালের ১৭৪ টি ক্লাসসহ মোট ৫৬৩টি ক্লাস সম্প্রচারিত হয়েছে।
- ৩৭ জন শিক্ষক ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরিসহ ক্লাসসমূহ পরিচালনা করেন।
- ৩২ জন শিক্ষক উক্ত ক্লাসসমূহ ভেলিডেশন করেন।

Facebook Live

- ১০ মে ২০২০ হতে ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর ৮টি টেকনোলজির ক্লাস কেন্দ্রীয়ভাবে Facebook Live এর মাধ্যমে শুরু হয়।
- ৭৫ জন শিক্ষক উক্ত ক্লাসসমূহ পরিচালনা করেন।
- ১৮৮৬ টি ক্লাস পরিচালিত হয়।
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রায় ৬০০টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসসমূহে অংশগ্রহণ করে।

লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (LMS) বিষয়ভিত্তিক ই-কোর্স ডিজাইন

- ২টি ই-ক্যাম্পাস ডেভেলপ করা হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ই-ক্যাম্পাসের মাধ্যমেঃ
- ৩৭ টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ৪০ জন এবং ১৮টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ১৮ জন এবং নেকটার এর ০২ জন শিক্ষকসহ মোট ৬০ জন শিক্ষককে ০৩ সপ্তাহ ব্যাপী ই-কোর্স তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;

০৩ টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ৬৩ টি Subject কে ই-কোর্সে রুপান্তর করা হয়েছে;

- মোট ০৩ ব্যাচের শিক্ষকদের মাধ্যমে বর্তমানে ১৯৩০ জন শিক্ষার্থীকে উক্ত ই-ক্যাম্পাসে এনরোল করা হয়েছে;
- প্রতি ব্যাচ থেকে কমপক্ষে ০৩ জন করে শিক্ষক ট্রেইনার হিসেবে কাজ করেছে।
- ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, বগুড়ার ই-ক্যাম্পাসের মাধ্যমেঃ
- ৫৫৪ জন শিক্ষককে ১ সপ্তাহ ব্যাপী ই-কোর্স তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- মোট ১৪৬ টি কন্টেন্ট ডেভেলপ করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা দানের চলমান কার্যক্রম

বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স, এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) কোর্সের সকল ক্লাস তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে Facebook Live, Zoom Cloud Meeting Room, Google Meet, YouTube Live এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের তথ্য:

অতিমারি কোভিড-১৯ এর কারণে ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখ থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং এটুআই-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন-এ **'আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা'** শিরোনামে অনলাইন ক্লাস সম্প্রচার শুরু করা হয়।

১ম পর্যায়: এটুআই-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে

১। এপ্রিল মাসে ক্লাস কার্যক্রম আরম্ভ হয়।
২। ১ম পর্যায়ে ৩২৪টি ক্লাস রেকর্ডিং এবং সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন-এ সম্প্রচারিত হয়।

৩। রবিবার হতে বৃহস্পতিবার সপ্তাহে ৫ (পাঁচ) দিন ক্লাস।
৪। প্রতিটি ক্লাস ২০মিনিট করে মোট ০৩টি করে ক্লাস সম্প্রচারিত হয়।
৫। ক্লাসের সময় সন্ধা ৪:১৫ হতে ৫:১৫ পর্যন্ত (প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে)

২য় পর্যায়: মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর-এর তত্ত্বাবধানে

অতিমারি কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ আরও দীর্ঘায়িত হওয়ায় ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন-এ **'আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা'** শিরোনামে অনলাইন ক্লাস ২৪ জানুয়ারি, ২০২১ পুনরায় শুরু করা হয়।

১। ২য় পর্যায়ের ২৭২টি ক্লাস রেকর্ডিং এবং সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন-এ সম্প্রচারিত হয়।
২। রবিবার হতে বৃহস্পতিবার সপ্তাহে ৫ (পাঁচ) দিন ক্লাস।
৩। প্রতিটি ক্লাস ২০মিনিট করে মোট ০৩টি করে ক্লাস সম্প্রচারিত হয়।
৪। ক্লাসের সময় সন্ধ্যা ৬:১৫ হতে ৭:১৫ পর্যন্ত (প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে)
৫। উক্ত ক্লাস কন্টেন্টগুলো হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ করা আছে।
৬। বর্তমানে ইতোপূর্বে সম্প্রচারিত ক্লাসসমূহ ২১ জুন, ২০২১ হতে পুনঃসম্প্রচার (সন্ধ্যা ৬:১৫ হতে ৭:১৫ পর্যন্ত) করা হচ্ছে।
৭। ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ২০ (কুড়ি) জন শিক্ষক ক্লাস পরিচালনা করেছেন।

* সরকারি ০৩ (তিন)টি আলিয়া মাদ্রাসা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে নিয়মিত অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করছে।

** বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহ তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করছে।

৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি (চারটি [০৪] বিষয়)	৯ম ও ১০ম শ্রেণি (পাঁচটি [০৫]	মোট ক্লাস সংখ্যা ৩২৪+২৭২টি
(০১) কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ (০২) আকাইদ ও ফিকহ (০৩) আরবি ১ম পত্র (০৪) আরবি ২য় পত্র	(০১) কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ (০২) হাদিস শরীফ (০৩) আকাইদ ও ফিকহ (০৪) আরবি ১ম পত্র (০৫) আরবি ২য় পত্র	
সর্বমোট বিষয়: ০৯টি		**সর্বমোট ক্লাস সংখ্যা= ৫৯৬টি**

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

মাসব্যাপী পরিচালিত কম্পিউটার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পরবর্তী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যতিত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সকল কার্যক্রম এ বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পরিচালন বাজেট শাখা হতে এ বিভাগের সচিবালয় অংশ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি, গালর্স গাইড এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ স্কাউটস-এর বাজেট প্রণয়ন, সমন্বয়, উপযোজন, ছাড়করণ, অতিরিক্ত বরাদ্দ ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ১২৩,৩৬,৭৯,০০০/- (একশত তেইশ কোটি ছত্রিশ লক্ষ ঊনআশি হাজার) টাকা বেশি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ২০.৮১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মন্ত্রনালয়ের কাজে গতিশীলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ১৫৭৭,৩৩,২১,০০০/- (এক হাজার পাঁচশত সাতাত্তর কোটি তেত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার) টাকা বেশি। উল্লেখ্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মূল বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৮৩৪৪,৮৩,০০,০০০/- (আট হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ কোটি তিরাশি লক্ষ) টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৭৫৭৬,৯৬,৭৯,০০০/- (সাত হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ঊনআশি হাজার) টাকা। সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৭৬৭,৮৬,২১,০০০/- (সাতশত সাতষট্টি কোটি ছিয়াশি লক্ষ একুশ হাজার) টাকা কম।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থবছর	পরিচালন	মোট বরাদ্দের (%)	উন্নয়ন	মোট বরাদ্দের (%)	মোট বরাদ্দ
২০১৬-২০১৭ (সংশোধিত বাজেট)	৪৩৩৬,৬৮,২৪	৯১.১৭%	৪১৯,৭৮,০০	০৮.৮৩%	৪৭৫৬,৪৬,২৪
২০১৭-২০১৮ (সংশোধিত বাজেট)	৪৪২৩,৪২,৪৮	৮৬.০৪%	৭১৭,৬৮,০০	১৩.৯৬%	৫১৪১,১০,৪৮
২০১৮-২০১৯ (সংশোধিত বাজেট)	৪৮৩৪,৪৭,৪৩	৮৩.৯৭%	৯২৩,১৯,০০	১৬.০৩%	৫৭৫৭,৬৬,৪৩
২০১৯-২০২০ (সংশোধিত বাজেট)	৫৯৪০,৪৫,০০	৭৯.৭০%	১৫১৩,১৫,০০	২০.৩০%	৭৪৫৩,৬০,০০
২০২০-২০২১ (সংশোধিত বাজেট)	৬০৯১,৭১,৭৯	৮০.৪%	১৪৮৫,২৫,০০	১৯.৬০%	৭৫৭৬,৯৬,৭৯
২০২১-২০২২	৬৮৪৩,৮৪,০০	৭৪.৭৬%	২৩১০,৪৬,০০	২৫.২৪%	৯১৫৪,৩০,০০

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের শুরু হতে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেটে মোট বরাদ্দের চিত্র নিম্নরূপ:

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ৮.০৮% তৎপরবর্তী বাজেট বরাদ্দ ১১.৯৯%, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ২৯.৪৫% এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ১.৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

ডিপ্লোমা এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রনিক্স) ল্যাবে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও অধীন সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বিভাগে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। একটি সু-সমন্বিত টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ বছরে এ বিভাগের সামগ্রিক অর্জন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অনেক বেশি।

সাংগঠনিক কাঠামোর সংস্কার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১' এর লক্ষ্য পূরণে দেশের বিশাল যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির হার ২০০৮ সালে ছিল ১% এর কম। সরকারের বহুমাত্রিক কৌশলগত পরিকল্পনার ফলে ইতোমধ্যে তা ১৭.১৮% এ উন্নীত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির হার ৩০% এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৪১% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার), বগুড়া-কে আরও দক্ষ ও সময়োপযোগী, শিক্ষার মানোন্নয়ন করার লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক, কর্মচারীদের ১২৬০৭টি নতুন পদ সৃজন। এছাড়াও অতিরিক্ত ১৯৮টি পদ সৃজন করা হচ্ছে;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক, কর্মচারীদের বিদ্যমান ও সৃজিত ১৯০০০ পদে নিয়োগ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিফট বিভাজনসহ পদায়ন;
- এ বিভাগের বিদ্যমান জনবল কাঠামো-তে ১৩৬টি পদ এর স্থলে ২৮৪টি পদ সম্বলিত খসড়া অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে নতুন পদের অনুমোদনের জন্য সংশোধন প্রস্তাব;
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এর বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে নতুন পদের অনুমোদনের জন্য সংশোধন প্রস্তাব;
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে নতুন পদের অনুমোদনের জন্য সংশোধন প্রস্তাব;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর TO&E-তে গাড়ী/যানবাহনের বিষয়ে সংশোধন প্রস্তাব।

নিয়োগ

- এ বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদের বিপরীতে ১৭ জন কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;

- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান ও নতুন সৃজিত পদের শূন্য পদে (১১-২০ গ্রেড) ২৫৬২ জন-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন ক্যাটাগরির শূন্য পদের বিপরীতে ২৮ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার), বগুড়ার ১৭ টি ক্যাটাগরির শূন্য পদের বিপরীতে ২২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে বিভিন্ন গ্রেডে ১০ (দশ) জন- কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI)- এ ০৩ (তিন) জন-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক ৯ম গ্রেডে মোট ১৬ জন (সহকারি পরিচালক ০৭ জন, পরিদর্শক ০৭ জন, লাইব্রেরিয়ান কাম-ডকুমেন্টশন অফিসার ০১ জন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ০১ জন) কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান ও নতুন সৃজিত পদের শূন্য পদের বিপরীতে ৯ম গ্রেডে এবং ১০ম গ্রেডে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় থেকে সুপারিশকৃত ১,১৪৭ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক ১১৪ জনকে নিয়োগের জন্য মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও সুপারিশ প্রাপ্তির পর নিয়োগ করা হবে।
- ৬ষ্ঠ গ্রেডের ২২৬ (ক্যাডার পদ-০৪টি), ৯ম গ্রেডের ১৮১ ও ১০ম গ্রেডের ৩০৬১টিসহ সর্বমোট ৩৪৬৮টি ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

পদোন্নতি

- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এর বিভিন্ন পদে ০৬ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর অধ্যক্ষ (গ্রেড-৪) পদে ১১ জন, উপাধ্যক্ষ (গ্রেড-৫) পদে ১৫ জন, চীফ ইনস্ট্রাক্টর (গ্রেড-৬) পদে ৩৩ জন, ইনস্ট্রাক্টর (গ্রেড-৯) পদে ৪০ জন, প্রধান/উচ্চমান সহকারী, স্টোর কিপার এবং ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (গ্রেড ১৩-১৭) পদে ৫১ জনকে অর্থাৎ সর্বমোট ১৫০ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার) এর বিভিন্ন পদে ০৬ জনকে পদোন্নতি প্রদান;

স্থায়ীকরণ

- টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ও পলিটেকনিক-এ ১৭-২২ বছর ধরে কর্মরত মোট ৭৮৬ জনের চাকরি স্থায়ীকরণ।

প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এর লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা ও কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথোপযুক্ত বিনিয়োগ প্রণোদনার মাধ্যমে মোট জনসংখ্যার তুলনায় কর্মক্ষম জনসংখ্যা কে (১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী) একটি সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণে গুণগত মানের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য কর্মসংস্থান উপযোগী দক্ষতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের কর্মসংস্থান কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিকতর দক্ষতা নির্ভর কর্মসংস্থানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গন্তব্য দেশসমূহের দক্ষ কর্মীর চাহিদা বিবেচনায় রেখে গৃহীত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আলোকে একটি সুপরিকল্পিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকৃত চাহিদার বিপরীতে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত কিনা তা নির্ধারণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হবে। কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার ন্যূনতম মান স্থির করে প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃতি সনদের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা হবে। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক নিয়োগসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও মাঝে মাঝে প্রশিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ উপকরণের জন্য অর্থের চাহিদা যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়নের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির হার ৩০% এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৪১% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের আরও দক্ষ ও সময়োপযোগী শিক্ষার মানোন্নয়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি ও Online মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রাক মূল্যায়ন, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ সমাপ্তি মূল্যায়ন, প্রশিক্ষক মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন

মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল এবং ম্যানুয়াল পরিমার্জন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (ইংরেজি, আরবি, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) বিষয়ে ৪ (চার) টি ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে।

নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণয়নকৃত ম্যানুয়ালসমূহের প্রচ্ছদ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের সনদ বিতরণ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং অধীন সংস্থাসমূহে পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুশীলন ও প্রশ্নোত্তরভিত্তিক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বিষয়ে ৫৫৭ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইংরেজি ও আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষকের ভাষা দক্ষতা অর্জন খুবই জুরুরী। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষকগণের ইংরেজি ও আরবি বিষয়ে ভাষাগত দক্ষতার মান সন্তোষজনক নয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখ হতে TVET শিক্ষকদের জন্য IELS (Improving English Language Skills) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ছিল ওয়েল্ডিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের

অনলাইনের মাধ্যমে TTTC এ IELS (Improving English Language Skills) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাদের প্রশিক্ষণ বিদেশী প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই প্রোগ্রাম-টি এখন শুধু TVET শিক্ষকদের জন্য নয়, মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্যও অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্রশিক্ষণে পরিণত হয়েছে। কোভিড অতিমারির কারণে শিক্ষার দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন খুব প্রয়োজন। প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষাবিজ্ঞানের (Pedagogy) বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক এবং কার্যকর থাকার জন্য শিক্ষকদের নতুন দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এর উদ্যোগে ২০২০-২১ অর্থবছরে টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI) এর মাধ্যমে শিক্ষকদের আরবি ও ইংরেজি ভাষায় প্রশিক্ষণ কোর্স সরাসরি এবং অনলাইন পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলোতে চারটি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে ছিল শোনা, বলা, লেখা ও পড়া। চলমান কোভিড পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মতোই অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৭৫ জন কারিগরি শিক্ষক কে ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, ১২০ জন মাদ্রাসার শিক্ষককে ইংরেজি ভাষা ও ৩১০ জন কে আরবি ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্স দুটির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের ইংরেজি ও আরবি ভাষায় কথা বলা এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা। কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীরা যাতে ইংরেজি ভাষাভাষী দেশসমূহে ও মধ্যপ্রাচ্যে

তাদের অর্জিত কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগ এবং ভাষাগত দক্ষতার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারে সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স দুটি কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ থেকে বিশেষভাবে মনিটরিং করা হয়েছে।

এই কোর্সের লক্ষ্য শিক্ষকদের আন্তঃসমন্বয়ের কাজগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা যা তাদের ইংরেজি ভাষার দক্ষতার দিকগুলি বুঝাতে সক্ষম করবে এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে কিভাবে যোগাযোগ করতে হয় তা শিখতে সাহায্য করবে। এ কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা এবং আচরণের উন্নয়ন হয়; যাতে তারা কার্যকরভাবে শিক্ষা প্রদান এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

ইংরেজি/ আরবিতে প্রশিক্ষণ কোর্সের কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে

- ইংরেজি/ আরবিতে চারটি দক্ষতা (পড়া, লেখা, শোনা ও বলা) অর্জনের বিষয়ে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা;
- নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দেশিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ইংরেজি/আরবির চারটি দক্ষতা বিকাশ করা;
- শিক্ষকদের দক্ষতা বিকাশের জন্য অর্থপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ তৈরি এবং ব্যবহার করতে সহায়তা করা;
- সফল যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের জন্য শিক্ষকদের ইংরেজি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা।

ইতোমধ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI) এ ১০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে TVET সেক্টরের ১৭৫ (একশত পচাত্তর) জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ১২০ (একশত বিশ) জন শিক্ষক অত্যন্ত সফলতার সাথে ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন।

এ প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদের ইংরেজি/ আরবি ভাষায় চারটি দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে শোনা, পড়া, লেখা এবং বলা। এ প্রশিক্ষণে পড়া-লেখার চেয়ে শোনা ও বলার ওপর বেশি গুরত্ব প্রদান করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়নে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের ক্রমাগত মূল্যায়নে দেখা গেছে তাদের বেশিরভাগই কাঙ্খিত পর্যায়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে অনলাইনের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ দুটি পরিচালিত হলেও পরে ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ এর মাস্টার ট্রেইনার তৈরির উদ্দেশ্যে ২৫ জন কারিগরি শিক্ষককে সরাসরি ইংরেজি ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে ইংরেজি ভাষার অন্য দুটি দক্ষতা পড়া এবং লেখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা অনলাইন কোর্স থেকে অর্জিত শোনা ও বলার দক্ষতাকে আরো দৃঢ় করবে। পরে এসব মাস্টার ট্রেইনার কারিগরি ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ কে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরাসরি ও অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সে ইতোমধ্যে অনেক মাস্টার ট্রেইনার তৈরি হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট ১৭১ জন মাদ্রাসা শিক্ষককে আরবি ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৬১০

টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটিটিসি) এ ০২ (দুই) মাসব্যাপী "বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স" এর উদ্বোধন

জন শিক্ষক বর্ণিত কোর্স সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ১০(দশ) টি ব্যাচ এর মাধ্যমে ৩০০ জন মাদ্রাসার শিক্ষককে অনলাইনে আরবি ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমান যুগে দেশ ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ভাষাগত দক্ষতার গুরত্ব অনুধাবন করে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের বিশেষ উদ্যোগে উল্লেখিত প্রশিক্ষণগুলোর মডিউল ও বিষয়বস্তু তৈরি করা হয়েছে। এ বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণগুলো পরিচালিত হচ্ছে। ইংরেজি ও আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকদের ফিডব্যাক হতে এই দুটি প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা এবং ফলপ্রসূ হওয়ার বিষয়ে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। অনলাইন এবং সরাসরি পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স দুইটি বর্তমানে অব্যাহত আছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছেঃ

- ২১ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ০৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬৪টি টিএসসির মধ্যে ৪৩টি টিএসসিতে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স (NTVQF সমন্বিত ৬টি মাদার টেকনোলজি- সিভিল, ইলেকট্রিকাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, আরএসি এন্ড অটোমোবাইল) সরাসরি ০২ (দুই) মাসব্যাপী "বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স" টেকনিক্যাল টিচার্স

ট্রেনিং কলেজ (টিটিটিসি), ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর ওয়ার্কশপ ও ল্যাবে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন পূর্বক দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং তা চলমান রয়েছে। এছাড়াও এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে- যারা এ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে মনিটরিং করছেন।

বিষয়ভিত্তিক ব্যবহারিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্স- ১ মাসব্যাপী (সরাসরি)

টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (TSC)-এর শিক্ষকগণকে Welding and Fabrication, General Electrical Works, IT Support and IOT Basics, Refrigeration and Air Conditioning, Wood Working, Machine Operation Basics, Farm Machinery, Automobile and Auto-Electric Basics, Drafting Civil, Apparel Manufacturing Basics এবং Poultry Rearing and Farming বিষয়ে NTVQF (Level-1 ও Level-1,2) সমন্বিত"বিষয়কভিত্তিক ব্যবহারিক স্কীলস ট্রেনিং" ০১ (এক) মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- NTVQF সমন্বিত পেডাগোজি(Pedagogy) প্রশিক্ষণ কোর্স (অনলাইনভিত্তিক/সরাসরি)
- ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স (অনলাইনভিত্তিক/সরাসরি)
- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স (অনলাইনভিত্তিক/সরাসরি)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ

অনলাইন ভিত্তিক

১. Pedagogy প্রশিক্ষণ কোর্স- ২৪২ জন;
২. ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স- ১৮২ জন;
৩. জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার) কর্তৃক ৯০৭ জনকে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরাসরি

১. Pedagogy প্রশিক্ষণ কোর্স - ৬০ জন;
২. ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স - ২৫ জন;
৩. ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স (NTVQF) সমন্বিত ৬টি মাদার টেকনোলজি ৪১২ জন
৪. বিষয়ভিত্তিক ব্যবহারিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্স- ৩৯০ জন।
৫. জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার) কর্তৃক ৭৮ জনকে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিষয়ে ধারণা প্রদান

কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	২০২১-২২ অর্থবছর			২০২২-২৩ অর্থবছর		
		সরাসরি	অনলাইন	সর্বমোট	সরাসরি	অনলাইন	সর্বমোট
১.	দক্ষতা ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ (২ মাস মেয়াদী)	৪৫২ জন	০০ জন	৪৫২ জন	৫০০ জন	-	৫০০ জন
	দক্ষতা ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ (১ মাস মেয়াদী)	২৮০ জন	০০ জন	২৮০ জন	২৫০ জন	-	২৫০ জন
২.	TVET Pedagogy প্রশিক্ষণ	৭৫০ জন	৯২ জন	৮৪২ জন	১০০০ জন	-	১০০০ জন
৩.	ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ	২২৫ জন	০০ জন	২২৫ জন	৪০০ জন	-	৪০০ জন
৪.	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	৩০০ জন	০০ জন	৩০০ জন	৫০০ জন	-	৫০০ জন
৫.	বেসিক কোর্স (১মাস মেয়াদী)	২৫০ জন	০০ জন	২৫০ জন	৫০০ জন	-	৫০০ জন
৬.	প্রশাসনিক ও আর্থিক/ক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৪০০ জন	০০ জন	৪০০ জন	৫০০ জন	-	৫০০ জন
৭.	NTVQF Level Competent (1, 2, 3,)	১১০০ জন	০০ জন	১১০০ জন	১৫০০ জন	-	১৫০০ জন

মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	সরাসরি	অনলাইন	সর্বমোট
১	দাখিল স্তরে প্রশিক্ষণ কোর্স (ইংরেজি, বাংলা, গণিত, কুরআন মাজিদ, ইসলামের ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান)	-	-	১২৮২ জন
২	আলিম স্তরের প্রশিক্ষণ কোর্স (ইংরেজি, রসায়ন, গণিত, আরবি, জীব বিজ্ঞান)	-	-	২৩৬ জন
৩	এবতেদায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স (আরবি, ইংরেজি, বাংলা, বিজ্ঞান, গণিত)	-	-	৫৬৫ জন
৪	শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স (সুপার, সহ-সুপার, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, এবতেদায়ী প্রধান)	-	-	৫৯০ জন
৫	Improving English language skill	-	-	৫০ জন
৬	আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স	-	-	১৬৩৯ জন

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিষয়ে ধারণা প্রদান

দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (TVET) সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "১০০টি উপজেলায় ১(এক) টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণি-র শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন ইতোমধ্যে প্রক্রিয়া করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির কারিগরি বিষয়সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সকল বই শিক্ষার্থীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যক্ষ পদে পদায়নসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীগণ সাধারণ শিক্ষা ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর সাথে একটি করে কারিগরি বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) কোর্সে সাধারণ বিষয়ের সাথে কারিগরি শিক্ষায় হাতে কলমে দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীগণ ৪টি ট্রেড বিষয়ে অধ্যয়ন করবে। নবনির্মিত ৩৩টি টিএসসি-তে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৯ম শ্রেণির জন্য সিভিল কনস্ট্রাকশন, কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি, জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস, জেনারেল মেকানিক্স, ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন এই ০৫টি ট্রেড হতে যেকোন ০৪টি ট্রেডে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের সুযোগ পাবে।
- নবনির্মিত ৩৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি)-এর ভবন এবং ৬ষ্ঠ এবং ৯ম শ্রেণিতে শিক্ষা কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।
- এছাড়াও ২০২২ শিক্ষাবর্ষে আরো ৬২টি টিএসসি-তে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে এবং এ লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এ বিভাগের ২৩ জুন ২০২১ তারিখের ১৯৮ সংখ্যক পত্রে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের টিএসসি ৬ষ্ঠ হতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের অনুমোদন এনসিটিবি-কে প্রদান করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সবার জন্য কারিগরি শিক্ষা উন্মুক্ত

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির শর্ত হিসেবে এসএসসি পাশের পরবর্তী তিন শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ভর্তি হতে পারবে মর্মে নীতিমালায় উল্লেখ ছিল। ২০২০ সালের আগস্ট মাসে সংশোধিত নীতিমালায় ভর্তির ক্ষেত্রে তিন শিক্ষাবর্ষের শর্তটি তুলে দিয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ফলে এ বছরই ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অতিরিক্ত এক হাজার জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন/পরিমার্জন

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নিম্নোক্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২০ প্রণয়ন ও সংশোধন

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করার উদ্যোগ গৃহীত হয়। Madrasah Education Ordinance, ১৯৭৮ (Ordinance No. IX of 1978) এর অধীনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। ২০১৩ সনের ৬ ও ৭নং আইন দ্বারা সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নতুন আইন প্রণয়নের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং Madrasah Education Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) রহিতক্রমে ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। এই আইন প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং সেবাদান কার্যক্রম উন্নত হয়।

বৈশ্বিক অতিমারি (Pandemic) কোভিড-১৯ ভাইরাস জনিত কারণে ২০২০ সালে আলিম পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন ২০২০ সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের ৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং এ সংক্রান্ত গঠিত জাতীয় পরামর্শক কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ২০২০ সালের আলিম পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত, প্রকাশ ও সনদ বিতরণের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮ সংশোধন

১। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮ এর তফসিল ১ এর ক্রমিক ১ (ঞ) এবং ক্রমিক (৪) সহ উক্ত তফসিলে উল্লিখিত নার্সিং ও মেডিকেল টেকনোলজি প্রশিক্ষণ কোর্স সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলি বিলুপ্ত/ সংশোধন করে ০৪/১১/২০২০ এ গেজেট প্রকাশ করা হয়।

২। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধন পূর্বক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন ও গেজেট প্রকাশ করা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন

মাদ্রাসা শিক্ষা পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নে এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি তদারকির জন্য ২০১৫ সালের মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন নিয়োগ বিধিমালা না থাকায় প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত নিয়োগ বিধিমালার আলোকে মাদ্রাসা অধিদপ্তরের সকল শূন্য পদ পূরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI) দেশের সকল মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল না থাকায় "বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪" সংশোধনপূর্বক "বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১" প্রণয়ন করা হয় এবং ইতোমধ্যে শূন্য পদে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিধি প্রণয়ন, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

- পলিটেকনিক ও টিএসসিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন (বয়সসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে)। সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২০ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের ভর্তির লক্ষ্যে "কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি নীতিমালা ২০২০ প্রণয়ন" করা হয়েছে।
- BTEB-এর অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০ সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ০৬ (ছয়)টি শিক্ষাক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদান ও স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কারিগরি) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) করা হয়েছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভূক্তকরণ এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভূক্তকরণের লক্ষ্যে গত ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও

নীতিমালা-২০১৮ (২৩ নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) জারি করা হয় এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। এ নীতিমালার মাধ্যমে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের প্রতিটি মাদ্রাসায় ০১টি করে সহকারী মৌলভী (ক্বারী)-এ মোট ০৪ টি পদ অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভূক্তকরণে গ্রেডিং পদ্ধতির সূচক পরিমার্জন করে (প্রতিষ্ঠানের নামে খতিয়ানভূক্ত/নামজারীকৃত নিজস্ব ভূমিতে অবকাঠামো ও হালনাগাদ একাডেমিক স্বীকৃতি/অধিভূক্তি থাকা শর্তে) এ নীতিমালার অনুচ্ছেদসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বান্ধব করা হয়েছে।

যোগ্যতা কাঠামো

- বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (BNQF) প্রণয়ন।

ব্যবহারিক ক্লাশে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থী

বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (BNQF)

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১-এ জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (Skill level1 to 6) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে কোন যোগ্যতা কাঠামো ছিল না। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় যোগ্যতা/দক্ষতা কাঠামো-র সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধারা ও স্তরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ-কে একটি সার্বজনীন যোগ্যতা কাঠামো-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

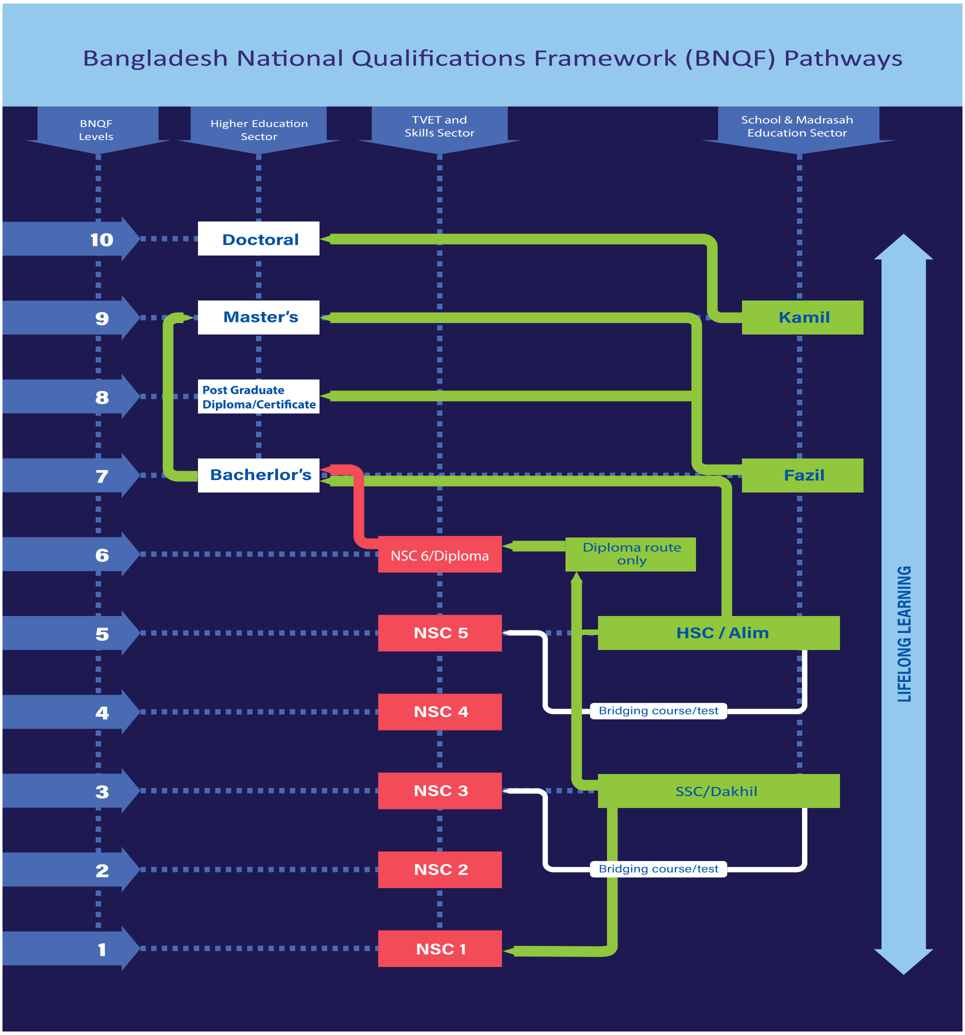

BNQF -এর শিখনপথ এবং জীবনব্যাপি শিক্ষার পর্যায়সমূহ

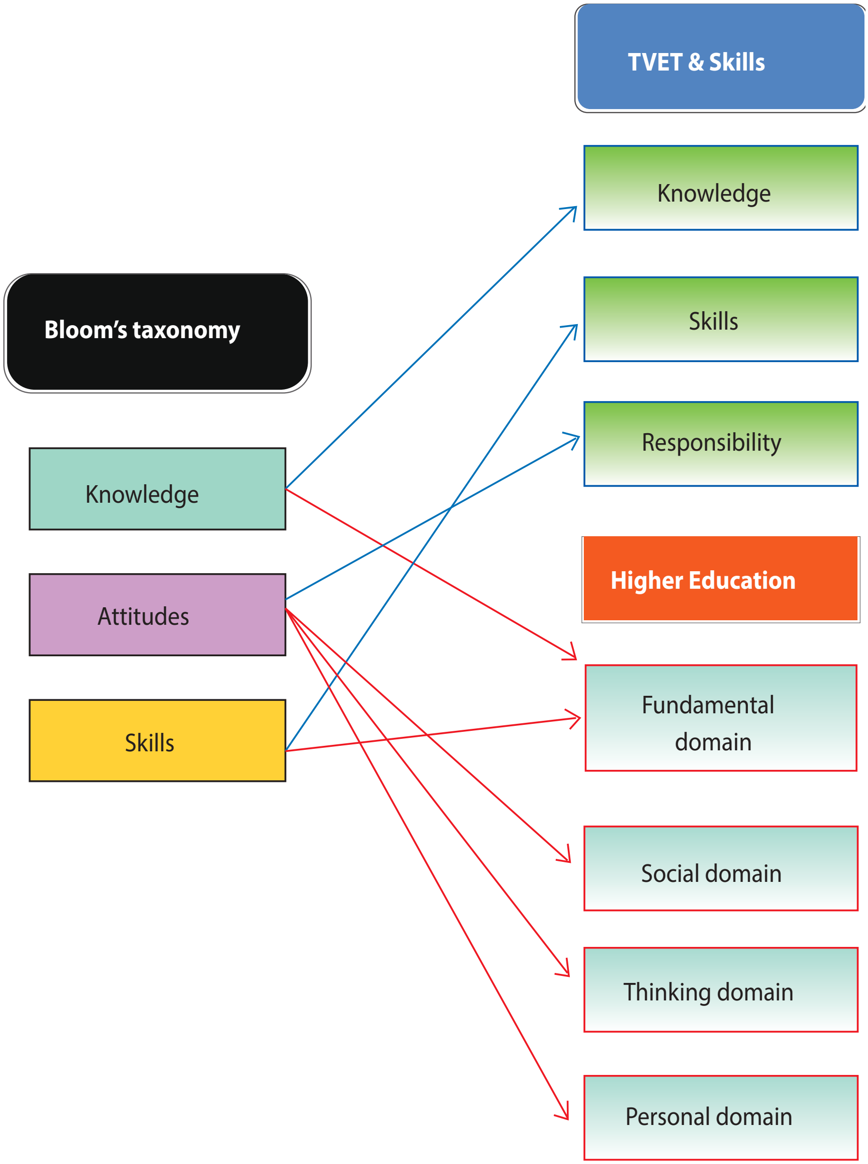

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, দক্ষতা এবং উচ্চ শিক্ষায় অর্জিত শিক্ষনের ডোমেইনসমূহ

১ হতে ১০ স্তর বিশিষ্ট এই জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো-র দুটি অংশ রয়েছে। প্রথমাংশে দক্ষতা পর্যায় ১ হতে ৬-এ এসএসসি (ভোক) হতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-কে এবং ৭ হতে ১০-এ স্নাতক হতে পিএইচডি ডিগ্রী পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তিনটি ক্ষেত্রে (domain), যথা: জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill) ও দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude)-এ প্রতিটি স্তর-কে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করা হয়। একই সঙ্গে এক ধারা হতে অন্য ধারা বা স্তরে পরিবর্তনের (Learning Pathways) সুযোগ রাখা হয়। এই যোগ্যতা কাঠামো যথাযথভাবে অনুসৃত হলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)

BNQF Level	Higher Education Sector	TVET and Skills Sector	School and Madrasah Education Sector
10	Doctoral by research Doctoral by mixed mode		
9	Masters' by research Master's by mixed mode Master's by coursework		Kamil
8	Post Graduate Diploma/ Post Graduate Certificate		
7	Bachelor's 5 years Bachelor's with honours/ 4 years Bachelor's 3 years		Fazil
6		Diploma/National Skills Certificate NSC 6	
5		National Skills Certificate NSC 5	HSC/HSC (Voc)/Alim
4		National Skills Certificate NSC 4	
3		National Skills Certificate NSC 3	SSC/SSC(Voc)/Dakhil
2		National Skills Certificate NSC 2	
1		National Skills Certificate NSC 1	

LIFELONG LEARNING

BNQF-এর পর্যায়সমূহ

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে BNQF এর National Steering Committee (NSC) কমিটিতে বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (BNQF) চূড়ান্ত করা হয়।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ট্রেড ও টেকনোলজিসমূহ এবং এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি) কোর্স পুনর্বিন্যাস

- কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে অকুপেশনভিত্তিক শর্টকোর্স, এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষা কার্যক্রমে ট্রেড বিন্যাস। ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের বিদ্যমান ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহকে মূল টেকনোলজির সাথে সমন্বয়পূর্বক পুনর্বিন্যাস করা হয়।

(১)	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের মূল টেকনোলজি এবং মূল টেকনোলজির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহের পুনর্বিন্যাস করা হয়;
(২)	এসএসসি (ভোক) ও দাখিল (ভোক) শিক্ষাক্রমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষাক্রমকে মানসম্মত ও দ্বৈত সনদায়ন উপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ৬৪ টি সরকারি এসসিতে চলমান ট্রেডসমূহ এবং ১০০ টিএসসি প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত ট্রেডসমূহ নিম্নোক্তভাবে পুনর্বিন্যাসপূর্বক ১০ টি কমন ট্রেডে পুনর্বিন্যাস করা হয়;
(৩)	বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসাসমূহে এসএসসি/দাখিল (ভোক) ট্রেড শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে NTVQF এর যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিতকরণ;
(৪)	NTVQF এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য BTEB-তে নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (Registered Training Organization) A, B ও C ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়;
(৫)	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে শিল্প সংযুক্তি নীতিমালা সংশোধনপূর্বক বাস্তবসম্মত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়;
(৬)	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন পরিচালিত অকুপেশনভিত্তিক শর্টকোর্সসমূহ মানসম্মতভাবে পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
(৭)	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের বিদ্যমান লার্নিং গ্যাপ নির্ণয় ও সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়;
(৮)	বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কর্মরত এবং কারিগরি শিক্ষকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ তথ্যসম্বলিত ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
(৯)	বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ পরিদর্শনপূর্বক A, B ও C ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাসকরণ;
(১০)	সকল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজে (টিএসসি) ২-৪টি করে চাহিদাভিত্তিক শর্টকোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসাসমূহে এসএসসি/দাখিল (ভোক) ট্রেড শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে NTVQF এর যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করা হয়েছে/হচ্ছে;
- NTVQF এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য BTEB-তে নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (Registered Training Organization) A, B ও C ক্যাটাগরিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে;
- ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে শিল্প সংযুক্তি নীতিমালা সংশোধনপূর্বক বাস্তবসম্মত করার জন্য গঠিত কমিটি কাজ করছে;
- BTEB-র অধীন পরিচালিত অকুপেশনভিত্তিক শর্টকোর্সসমূহ মানসম্মতভাবে পরিচালনার বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ডিপোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের বিদ্যমান লার্নিং গ্যাপ নির্ণয় ও সমাধান নির্ধারণে গঠিত কমিটি কাজ করছে;
- বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ও কারিগরি শিক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ;
- বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ পরিদর্শনপূর্বক A, B ও C ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাসকরণ;
- সকল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজে (টিএসসি) ২-৪টি করে চাহিদাভিত্তিক শর্টকোর্স চালু করা ও পরবর্তীতে কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে;
- মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কার্যক্রম চালুর বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে BGMEA, FBCCI, BKMEA, BCC এবং BRAC, UCEP, আহসানিয়া মিশন ইত্যাদি অংশীজনের সাথে আলোচনা কার্যক্রম;
- ল্যাবরেটরি ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ;
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ;
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেড চিহ্নিত করে একটি প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য অংশীজনদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রস্তবনাসহ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের

সম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রস্তাবনা পেশ করবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে BGMEA, FBCCI, BKMEA, BCC এবং BRAC, UCEP, আহসানিয়া মিশন ইত্যাদি অংশীজনের সাথে আলোচনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসহ দেশের সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে NTVQF/ BNQF-এর সাথে এলাইনমেন্টের কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। এ বাস্তবতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাব/ ওয়ার্কশপসমূহকে আধুনিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ০৭টি টেকনোলজিকে মাদার টেকনোলজি হিসেবে চিহ্নিত করে তা অনুমোদন করা হয়েছে। তার আলোকে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।এছাড়াও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাব/ওয়ার্কশপসমূহকে আরো আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে-যাতে করে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে কারিগরি শিক্ষা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে কাঙ্খিত ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ল্যাব ও ওয়ার্কশপকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। ল্যাবরেটরি ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

শিক্ষকদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

কারিগরি শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক/প্রশিক্ষক (কারিগরি)-ও সহযোগিদের তাদের জন্য প্রযোজ্য ট্রেড, টেকনোলজি, পেডাগোজি (Pedagogy) ও ইংরেজি ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। কারিগরি ছাড়া অন্য সব শিক্ষকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির লেভেল-১ এবং পেডাগোজি (Pedagogy) লেভেল- ৪ ও ৫- এ দক্ষতা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সকল শিক্ষক/প্রশিক্ষকগণকে কারিগরি দক্ষতা (Technical skill level) ও পাঠদান দক্ষতা স্বীকৃত পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব হবে।
- সকল পলিটেকনিকে ল্যাব সরঞ্জামাদিসহ অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি থাকতে হবে (প্রাথমিকভাবে ৬টি মাদার টেকনোলজির সাথে অন্য টেকনোলজিসমূহ শুরু করা যেতে পারে) এবং সব টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজেও এই ধারা অনুসরণ করা হবে।
- শিক্ষাক্রম, কোর্সসমূহ এবং বইসমূহ পর্যালোচনা করে বাস্তবতার নিরিখে ল্যাবরেটরিভিত্তিক শিক্ষণ/প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী হালানাগাদ করা হবে এবং জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর (BNQF) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- সার্বিকভাবে শিক্ষকবৃন্দকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান; এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ, বৈশ্বিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের উত্তম চর্চাসমূহ কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেডাগোজি (Pedagogy), দক্ষতার ধাপসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

'একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ'

টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

দক্ষতাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন		অর্থবছর (২০২০-২১)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	কারিগরি শিক্ষায় বৃত্তি	ডিগ্রি স্তর	৮৮৫১জন প্রতিষ্ঠান ১০টি	৩৪৫.১৯
		ডিপ্লোমা স্তর	২৩৯৬জন প্রতিষ্ঠান ৪৯টি	৭৯.০৭
		সার্টিফিকেট স্তর	২১৫৯জন প্রতিষ্ঠান ৬৪টি	৫৬.১৩
২.	সরকারি উপবৃত্তি		৪০৯৩০৩ জন প্রতিষ্ঠান ৩৭০৪টি	৩৩৩৭৪.০৫২
৩.	এবতেদায়ী, জেডিসি, দাখিল, আলিম, ফাজিল, বিএমএড পেশাগত উপবৃত্তি		৯২,৮৮২ জন	১৭০৩.২২
		মোট	**৫১৫৫৯১ জন ৩৮২৭ টি প্রতিষ্ঠান**	**৩৫৫৫৭.৬৬২ লক্ষ টাকা**

কারিগরি শিক্ষায় কোটা

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তাকর্মসূচির ধরন	অর্থবছর (২০২০-২১)
১.	কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তি কোটা ২০ শতাংশে উন্নীত	৩৩৬৯৯৮ জন প্রতিষ্ঠান ১০২৮৮টি
২.	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ভর্তি কোটা ৫ শতাংশ নির্ধারণ	৪১৯ জন প্রতিষ্ঠান ১০৫ টি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিক নির্দেশনার জন্য খসড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা উপস্থাপন

কারিকুলাম প্রণয়ন এবং পরিমার্জন

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৩ মাস/০৬ মাস থেকে ০৪ বছর মেয়াদি ৩৪ (চৌত্রিশ) টি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। (ডিপ্লোমা স্তর ১০ টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ০৩ টি মাধ্যমিক স্তর ০২ টি নিম্ন মাধ্যমিক স্তর ০১টি, অন্যান্য কোর্স ১৮টি করা হয়েছে)।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিপ্লোমা ইন- ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (আর্মি), এইচএসসি (বিজনেস টেকনোলজি), এসএসসি (ভোকেশনাল), জেএসসি (ভোকেশনাল) এবং জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) শিক্ষাক্রমের সিলেবাস পরিমার্জন করেছে।

মাসিক পে-অর্ডার (এমপিও) স্কিমের আওতায় আনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মোট ১০,৬৮৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ২০১২ সাল হতে সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (CBT&A) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) এর আলোকে সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে বোর্ড সনদায়ন করে থাকে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সারাদেশে এ পর্যন্ত ৪৫০ টি রেজিস্টার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন (RTO) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

আসন সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষাক্রমভিত্তিক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কতৃক অনুমোদিত আসন সংখ্যা মোট ১২,০০,৪০৯ টি। আসন সংখ্যা গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বছরে ৩.৩৯% হারে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৯.৬৬% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাকুল্যে গড়ে ৮.৭৭% হারে প্রতি বছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কারিগরি প্রতিষ্ঠানে আসন বৃদ্ধি পায়।

ফলাফল হস্তান্তর ২০২০

শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৭,০১,৭৬৮ জন। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৯৫,০৭৮ জন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৬,০৬,৬৯০ জন।

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারি পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২১ এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২১ এর আলোকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

ব্যবহারিক ক্লাসে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউটে ডিজিটাল ডাই কাটিং মেশিনে ব্যবহারিক ক্লাস

মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করার উদ্যোগ গৃহীত হয়।

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার আলীয়া ধারার পাঁচ ধরণের মাদ্রাসা আছে। যেমন স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা, দাখিল মাদ্রাসা, আলিম মাদ্রাসা, ফাজিল মাদ্রাসা, কামিল মাদ্রাসা। এ সকল মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী সংখ্যা নিম্নরূপঃ

(ক) স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার তথ্য

মাদ্রাসার ধরন	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষক/ কর্মচারীর সংখ্যা (জন)
অনুদানভুক্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৫১৯	৪৫২৯
অনুদানবিহীন স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫৪৭৮	২১,৯১২

(খ) এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার তথ্য

মাদ্রাসার ধরন	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা (জন)
দাখিল মাদ্রাসা	৫৫৯৩	৮৮৯২৫
আলিম মাদ্রাসা	১১৯৮	২৫৫২২
ফাজিল মাদ্রাসা	৯৯৭	২৭৪৬৬
কামিল মাদ্রাসা	১৬৭	৫৭২১
মোট	**৭৯৫৫**	**১৫৩১৭৫**

(গ) নন-এমপিও ভুক্ত মাদ্রাসার তথ্য

মাদ্রাসার ধরন	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা (জন)
দাখিল মাদ্রাসা	৯৫২	২১৫১৪
আলিম মাদ্রাসা	১৯৫	৪৫৩১
ফাজিল মাদ্রাসা	৯৪	৭৯৪৫
কামিল মাদ্রাসা	১২৪	১১৪০
মোট	**১৩৬৫**	**৩৫১৩০**

২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে এমপিও প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত এমপিওভুক্ত মাদ্রাসাসমূহে মাসিক এমপিও, উৎসব ভাতাসহ সর্বমোট ৩৯০৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। মাসভিত্তিক তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

মাসের নাম	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা (জন)	বেতন-ভাতা (হাজার টাকায়)	উৎসব ভাতা (হাজার টাকায়)
জুলাই ২০২০	৭৯২৫	১৪৯৫৬৪	৩০৫,৩১,৩৯	৭৭,৫৭,৯৯
আগস্ট ২০২০	৭৯২৫	১৪৯৪৬২	৩০৩,৮৪,১৬	
সেপ্টেম্বর ২০২০	৭৯৩১	১৪৯৮৭৩	৩০৬,১৬,১৭	
অক্টোবর ২০২০	৭৯৩১	১৪৯৭৬০	৩০৩,৮২,৫৪	
নভেম্বর ২০২০	৭৯৩৩	১৫০৮০৮	৩০৮,৬৫,৩৬	
ডিসেম্বর ২০২০	৭৯৩৩	১৫০৭১৭	৩০৪,৪৯,৮৮	
জানুয়ারি ২০২১	৭৯৩৬	১৫১৩১৩	৩০৬,১১,১১	
ফেব্রুয়ারি ২০২১	৭৯৩৬	১৫২০২১	৩০৭,৭০,৬৩	
মার্চ ২০২১	৭৯৩৯	১৫২০৬৯	৩১৬,৪৪,৪৩	৫৬,৪১,১৬
এপ্রিল ২০২১	৭৯৪০	১৫২৬০৭	৩১০,০৯,৯৬	৭৯,১৯,৩৫
মে ২০২১	৭৯৪০	১৫২৯২৯	৩০৯,৪৭,৪৬	
জুন ২০২১	৭৯৪১	১৫৩১৭৫	৩০৭,৬৯,৯৮	

বছর ভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

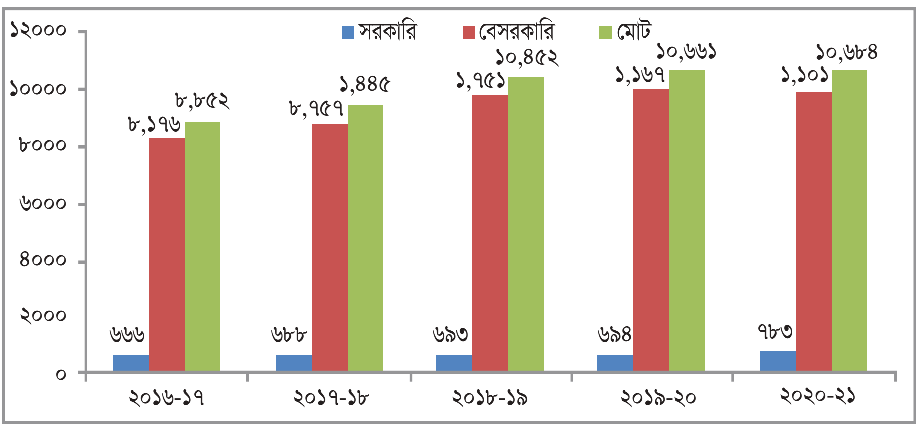

বছর ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর অনলাইন সেবাসমূহ

'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ অংশীজনদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষাসমূহের রেজিস্ট্রেশন কার্ড, প্রবেশপত্র, সনদ বিতরণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত মাদ্রাসাসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সেবা গ্রহিতাদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধিকাংশ কার্যক্রমকে অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে। যার ফলে সেবা গ্রহিতাগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই বিভিন্ন কমিটি গঠনের আবেদন, প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, স্বীকৃতি নবায়ন, বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়নের আবেদন, নাম ও বয়স শুদ্ধকরণের আবেদনসহ অধিকাংশ আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে বোর্ডে সরাসরি না এসেই সম্পাদন করতে পারেন।

মাদ্রাসা শিক্ষায় কারিকুলাম প্রণয়ন ও পরিমার্জন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী সকল শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জনের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কে প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন কার্যক্রম ২০২১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে এবং এনসিটিবি'র সহায়তায় "এবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরের কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরিফ, আকাইদ ও ফিকহ, ইসলামের ইতিহাস, বালাগাত ও মানতিক এবং আরবি বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা, বাস্তবায়নের বাস্তব অবস্থা ও চাহিদা নিরূপণ সমীক্ষা ২০১৯" শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এনসিটিবিকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

এইচএসসি, আলিম, এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষা-২০২০ এর ফলাফল হস্তান্তর ও প্রকাশ

মাদ্রাসা শিক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তথ্য

মাদ্রাসা শিক্ষায় ২০২০ সালের বিভিন্ন স্তরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণের সংখ্যা	পাশের হার
জেডিসি	২০২০	৫,০১,৭১০	৫,০১,৭১০	১০০%
দাখিল	২০২০	২,৮১,৩৩৬	২,২৮,৪১০	৮২.৫১%
আলিম	২০২০	৮৮,৩০২	৮৮,৩০২	১০০%

মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন

২০২০-২১ অর্থবছরে দাখিল ও আলিম পর্যায়ের ২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	সংখ্যা
০১.	দাখিল স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি	১৯টি
০২.	আলিম স্তরে প্রাথমিক পাঠদান অনুমতি	০২টি

মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি, বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অগ্রগতির তথ্যাদি

খাত	সংখ্যা
দাখিল স্তরে একাডেমিক স্বীকৃতি	১৫ টি
দাখিল স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা	৫০ টি
আলিম স্তরে একাডেমিক স্বীকৃতি	১১ টি
আলিম স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা	১৪ টি

মাদ্রাসাসমূহের কমিটি সংক্রান্ত তথ্যাদি

খাত	সংখ্যা
এডহক কমিটি গঠনের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে	৫৭৯২
সভাপতি মনোনয়নসহ এডহক কমিটি অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে	৫০৯৭
অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে	২৪০
বিদ্যোৎসাহী সদস্য মনোনয়ন প্রদান প্রসঙ্গে	৪৫

প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার

২০২০-২১ অর্থবছরে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার ০.২০%।

মাদ্রাসা শিক্ষায় কোটা সংরক্ষণ

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের আলিম ১ম বর্ষ ভর্তি নীতিমালা মোতাবেক মেধার ভিত্তিতে ভর্তির পরে মোট আসনের ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মধ্যে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৮১ জন শিক্ষার্থীর ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI)

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI) এর মাধ্যমে মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০ সালে কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্স অফলাইনে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পরবর্তীতে অনলাইনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছর মেয়াদে পরিচালিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স, বিএমএড কোর্স, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স ও ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মোট শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯৮৭ জন। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশসমূহে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে বিবেচনায় নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের আরবি ও ইংরেজি ভাষায় শোনা ও বলার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরবি ও ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১৭১ জন মাদ্রাসা শিক্ষককে আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ এবং ১২০ জনকে ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ এবং ৫২৮ জনকে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI) কর্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ঃ

১. আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স (অনলাইন/সরাসরি) ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স (অনলাইন/ সরাসরি)

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষকগণের জন্য অনলাইনে আরবি ও ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র ভাষা না জানার কারণে আমাদের প্রবাসীগণ বেতন অনেকগুণ কম পান। এতে দেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করে BMTTI এ এক মাসব্যাপী ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছে। এটি মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা শেষে এর কোর্স-কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে অত্যন্ত সফলতার সাথে কোর্স দুটি চলমান রয়েছে।

২. বিষয়ভিত্তিক (আরবি, বাংলা, বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, আল-কোরআন, ইসলামের ইতিহাস) প্রশিক্ষণ কোর্স (অনলাইন/ সরাসরি)

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সে আরবি, ইংরেজি ও গণিত এই তিনটি বিষয়কে মূল বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হলে বর্ণিত তিনটি মূল বিষয়ের সাথে অবশিষ্ট বিষয়গুলোর (বাংলা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, আল-কোরআন, সাধারণ বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান) যেকোনো একটি নিয়ে মোট চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে একটি প্রশিক্ষণ ব্যাচ গঠন করা হয়।

৩. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স (অনলাইন/সরাসরি)

মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

অনলাইন ভিত্তিক

১. আরবি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স- ৬১০ জন [অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত]

২. ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স - ১২০ জন

৩. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স - ১৬৯ জন

৪. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স - ৮৪ জন

সরাসরি

১. বিষয়ভিত্তিক (আরবি, বাংলা, বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, আল-কোরআন, ইসলামের ইতিহাস) প্রশিক্ষণ কোর্স - ৩৮৯ জন

২. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স - ৮৬ জন

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বই বিতরণ অনুষ্ঠান

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

শিক্ষকদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

প্রকল্প বাস্তবায়ন

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে মোট ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ১০টি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ০৩টি প্রকল্প রয়েছে।

১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অর্জনে কারিগরির ক্ষেত্রে ৭৮.১৯% এবং মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৮৩.০০% (উল্লেখ্য এ অর্জন শতকরা ৮৫ ভাগের বিপরীতে বিবেচ্য)।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক অগ্রগতি

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (মোট জিওবি প্রঃ সাঃ)	২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ			জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার		
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৪	৭	৮	৯	১৩	১৪	১৫
০১	১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৩৩৫৬৯	৪২৫০০	৪২৫০০	০	২৫০৭৩ ৫৮.৯৯%	২৫০৭৩ ৫৮.৯৯%	০
০২	অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইন-স্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	২৫৬১৯২ ৩৭৫৭৪ ২১৮৬১৮	৮২৫	১২৫	৭০০ (৭০০)	৩৪ ৪.১২%	৩৪ ২৭.২০%	০
০৩	সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৩৫৩৯৮	২০০০	২০০০	০	১০২৬ ৫১.৩০%	১০২৬ ৫১.৩০%	০
০৪	বাংলাদেশে ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	২৭৮৮৫	১৮০০	১৮০০	০	১৩৬৩ ৭৫.৭২%	১৩৬৩ ৭৫.৭২%	০
০৫	২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৩৬৯১৩০	৬০০০	৬০০০	০	৩৪৭২ ৫৭.৮৭%	৩৪৭২ ৫৭.৮৭%	০
০৬	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	১২২২৩৯	৩৫০০	৩৫০০	০	২৪৬৫ ৭০.২৩%	২৪৬৫ ৭০.২৩%	০
০৭	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প(ফেব্রুয়ারি'১৯ হতে জুন ২০২১)	১৪৯৩৬৫	৪৬০০	৪৬০০	০	২০৬৮ ৪৪.৯৬%	২০৬৮ ৪৪.৯৬%	০

০৮	উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	২০৫২৫৬৯	৫০০৭	৫০০৭	০	৩৯ ০.৭৮%	৩৯ ০.৭৮%	০
০৯	স্কিলস ২১: ইমপাওয়ারিং সিটিজেনস ফর ইনক্লুসিভ এন্ড সাস্টেইনেবল গ্রোথ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১৭৮৫০ ৮৫০ ১৭০০০	৬০০০	০	৬০০০	২৫৯৫ ৪৩.২৫%		২৫৯৫ ৪৩.২৫%
১০	মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইন-ফরমেশন সাপোর্ট সিস্টেম স্থাপন (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	১০১৩	৬৯	৬৯	০	১১ (১৫.৯৪%)	১১ (১৫.৯৪%)	
১১	দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	৩০৬৫	৮৯	৮৯	০	৫০ (৫০.৬২%)	৫০ (৫০.৬২%)	০
১২	নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের (১৮০০টি) উন্নয়ন (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৬৩৪৩৫৭	৭৬১৩৫	৭৬১৩৫	০	৬৩৫১৫ (৮৪.৪২%)	৬৩৫১৫ (৮৪.৪২%)	০
১৩	মাদ্রাসা শিক্ষকগণের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প	৪৫৬৭	০	০	০	০	০	০
	মোট	**৩৯০৭১৯৯ ৩৬৭১৫৮১ ২৩৫৬১৮**	**১৩৮৫৪৫**	**১৩১৮৪৫**	৬৭০০ (৭০০)	**১০১৭১১** (৭৩.৪১%)	**৯৯১১৬** (৭৫.১৮%)	**২৫৯৫** (৩৮.৭৩%)
১৪	বিটিইবি প্রেস বিল্ডিং স্থাপন।							
১৫	বিটিইবি-২ ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প							
১৬	আন্তর্জাতিক মানের ওয়েল্ডিং ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	৯৯৭						

- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০৮৩২.৮৫ কোটি (জিওবি: ৩৮০৬৭.৪১ ও পিএ: ২৭৬৫.৪৪) টাকা।
- জুন, ২০২১ পর্যন্ত এসকল প্রকল্পে মোট ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৭৭১.২১ কোটি (জিওবি: ২৬৮৩.৪৮ ও পিএ: ৮৭.৭৩) টাকা। অগ্রগতি মোট প্রাক্কলনের ৭.৩৩%।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিম্নের প্রকল্পগুলো অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
০১.	নির্বাচিত বেসরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি
০২.	৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন
০৩.	নির্বাচিত ৩৫০০ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি (ভোক.)কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
০৪.	টিভিইটি সেক্টরে শিক্ষকতার গুণগতমান উন্নয়ন
০৫.	নির্বাচিত ৩৫০০ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাখিল (ভোক.) কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
০১.	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BMTTI) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন
০২.	৮টি বিভাগীয় সদরে বা নিকটবর্তী স্থানে আঞ্চলিক মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (যেখানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে)
০৩.	বিজ্ঞান ল্যাব ও ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবসহ ১০০টি মাদ্রাসায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন
০৪.	স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার উন্নয়ন

নেকটার

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
০১.	আইসিটি শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নেকটার-এর "ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ" প্রকল্প

- মাধ্যমিক স্তরে (৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে) নবনির্মিত ৩৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে বিদ্যমান ৬৪টি এবং নির্মিতব্য ৩২টিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের (১৮০০টি) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত একটি মাদ্রাসা

- কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে মহিলা কোটা ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। ৪টি বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান এবং অবশিষ্ট ৪টি বিভাগে (বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ) আরও ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। "৮টি বিভাগে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নারী শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সামাজিক নিরাপত্তা তথা সমাজে টিকে থাকতে সহযোগিতাস্বরূপ বেকারত্ব দূরীকরণ, আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। গত ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে এ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে এবতেদায়ী, দাখিল, এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (ভোকেশনাল ও বিএম), আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক-কর্মচারীগণকে মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম 'নগদ' এর মাধ্যমে মোট ৫ কোটি টাকার অনুদান দেয়া হয়েছে।

ক্রমিক	অনুদানের শ্রেণি	সংখ্যা	জনপ্রতি/প্রতিষ্ঠান প্রতি প্রাপ্ত	মোট অনুদান
০১.	এবতেদায়ী ও ১ম-৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী	১,২৫০ জন	৩,০০০ টাকা	৩৭,৫০,০০০ টাকা
০২.	৬ষ্ঠ-১০ম (দাখিল ও ভোকেশনাল) শ্রেণির শিক্ষার্থী	৪,৫০১ জন	৫,০০০ টাকা	২,২৫,০৫,০০০ টাকা
০৩.	এইচএসসি (বিএম), আলিম ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার্থী	১,২৫০ জন	৬,০০০ টাকা	৭৫,০০,০০০ টাকা
০৪.	ফাজিল ও কামিল পর্যায়ের শিক্ষার্থী	৫৩৫ জন	৭,০০০ টাকা	৩৭,৪৫,০০০ টাকা
০৫.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারী	৫০০ জন	১০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা
০৬.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩০০ টি	২৫,০০০ টাকা	৭৫,০০,০০০ টাকা

শিক্ষার্থীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরেও বছরের শুরুতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ২০২১ সালের বই বিতরণ উৎসব পালন করা হয়। করোনা অতিমারির কারণে এ বছরের উৎসবটি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি, উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান উৎসবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে জানুয়ারি মাসব্যাপী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এ নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল

‘মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু’ স্থাপন;
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন, বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি পালন ও আলোকসজ্জাকরণ;
- অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ ম্যাটেরিয়ালস্ এ মুজিববর্ষের লোগো ও শ্লোগান অন্তর্ভুক্তি;
- বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন;
- সকল প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই ক্রয়;
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কোট পিন এবং মাস্কে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার;
- বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কারিগরি শিক্ষার উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন;
- বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অবদান সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন;
- বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অবদানভিত্তিক প্রবন্ধ/রচনা, কবিতা এবং শিশুদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন;
- সকল সরকারি পত্রে মুজিববর্ষের নির্ধারিত লোগো ব্যবহার;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ৩,৩৩৯ জন নতুন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর -এ স্থাপিত 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু'

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা: বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন।
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) কর্তৃক জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের ধারণা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন শীর্ষক সেমিনার আয়োজন।
- এমপিওভুক্ত ৭,৯৫৫টি মাদ্রাসার মধ্যে ৬,৪৯৪টি মাদ্রাসায় 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' স্থাপন।
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল দাপ্তরিক পত্রে মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো ব্যবহার

মাদ্রাসা লাইব্রেরিতে স্থাপিত 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু'

অবকাঠামো উন্নয়ন

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪টি ল্যান্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট এবং ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নাম	বিভাগ	জেলা
১	এম এ হান্নান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি
২	ইঞ্জিনিয়ার হাতেম আলী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	খুলনা	নড়াইল
৩	মোঃ আব্দুল জলিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	রাজশাহী	নওগাঁ
৪	ড. এম ওয়াজেদ মিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঠাকুরগাঁও (নির্মাণাধীন)	রংপুর	ঠাকুরগাঁও

• প্রকল্প

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্রমিক	বরাদ্দের উৎস	বরাদ্দের পরিমাণ	অগ্রগতির হার
১.	জিওবি	১৪১৮২৫.০০ লক্ষ টাকা	৮২.৮৪%
২.	বৈদেশিক সাহায্য	৭৬০৫.০০ লক্ষ টাকা	৮১.২৪%

• লজিস্টিকস

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত লজিস্টিকস সংযোজন করা হয়েছে;

১। সম্মেলন কক্ষ

অটো সাউন্ড রেকর্ডিং, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ওয়াই-ফাই, অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম ও লাইটিং সমৃদ্ধ একটি আধুনিক সম্মেলন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ

২। লাইব্রেরি, সততা স্টোর ও কফি কর্ণার

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে কর্মপরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জীবনীভিত্তিক বইসহ একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত লাইব্রেরিতে একটি সততা স্টোর ও একটি কফি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের লাইব্রেরি

৩। কম্পিউটার ল্যাব

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে এ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০ আসন বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণ

৪। ডিজিটাল ডিসপ্লে/কিয়স্ক

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ বিভাগের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য তথ্য সম্বলিত চিত্র/বক্তব্য সেবা গ্রহিতাদের নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে ২টি ডিজিটাল ডিসপ্লে/কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল ডিসপ্লে/ কিয়স্ক

সেবা সহজিকরণ, উদ্ভাবন, শুদ্ধাচার চর্চা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সেবা সহজিকরণ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক শিক্ষা খাতে প্রতি বছর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিশেষ অনুদান প্রদান করার প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয় রোধে ২০২০-২১ অর্থ বছর থেকে অনলাইনভিত্তিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে।

পূর্বের পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
১. পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ; ২. সচিবালয় গমন; ৩. প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্বহস্তে/কম্পোজ করে সচিব মহোদয়ের কার্যালয়ে জমা প্রদান; ৪. সচিব মহোদয় থেকে আবেদনটি পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত সচিব-যুগ্মসচিব- উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব হয়ে শাখায় চলে আসে; ৫. প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ অফিসসহ: কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক কর্তৃক আবেদন ও কাগজপত্র যাচাই; ৬. সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট) কর্তৃক যাচাই; ৭. যুগ্মসচিব কর্তৃক যাচাই ও স্বাক্ষর ৮. অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক যাচাই ও স্বাক্ষর এবং সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষর ও অনুমোদনপূর্বক মাননীয় উপমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ। ৯. মাননীয় উপমন্ত্রী ও মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ; ১০. পরবর্তীতে শাখা থেকে জিও জারী করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনে প্রেরণ এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক অনুদানের টাকা উত্তোলন।	১.নির্ধারিত ফরম্যাটে অনলাইন আবেদন গ্রহণ; ২. গৃহীত আবেদনসমূহ আইসিটি শাখা থেকে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে যাচাই-বাছাই করণ; ৩.যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব মহোদয় কর্তৃক যাচাই ও অনুমোদন পূর্বক মাননীয় উপমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ; ৪. মাননীয় উপমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়/ অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব হয়ে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ; ৫. সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জিও জারী করে অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের নিমিত্ত ওয়েবসাইটে প্রদর্শন।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগ / ডিজিটাল সেবার নাম
১	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে কর্মরত সকল কর্মচারীর জন্য অনলাইন ভিত্তিক নৈমিত্তিক ছুটির সফটওয়্যার
২	অভ্যন্তরীণ সকল সভা/সেমিনার বিষয়ক সফটওয়্যার
৩	সারাদেশের সকল কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সম্বলিত পোর্টাল/সফটওয়্যার হালনাগাদকরণ

শুদ্ধাচার

২০২০-২১ অর্থবছরে দাপ্তরিক কাজে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, উদ্ভাবন দক্ষতা, শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভাবনীয় অর্জনের জন্য 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' এর নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগ হতে ২ জন ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের মধ্য হতে ১ জন সরকারি কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান।

২০২০-২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা নিম্নরূপ

ক্যাটাগরি	নাম	পদবী ও দপ্তর / সংস্থা / শাখা
গ্রেড ১-১০, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	জনাব রহিমা আক্তার	উপসচিব, কারিগরি-১ শাখা।
গ্রেড ১১-২০, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	জনাব ইউসুফ আলী	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, এমপিও সেল।
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধান	জনাব মোঃ শাফিউল ইসলাম	পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব, এসিডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ভিশন ২০৪১ কে সামনে রেখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রত্যয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বহুমুখী দায়িত্ব পালন করছে।

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং পারফরমেন্স মূল্যায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি অফিসসমূহে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' বা APA প্রবর্তন করে। APA-তে কোনো সরকারি অফিস একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যে সকল ফলাফল অর্জন করতে চায় সে সকল ফলাফল এবং তা অর্জনের নির্দেশকসমূহ একটি নির্ধারিত ছকে বর্ণনা করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

গত ২৭ জুন ২০২১ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি এর উপস্থিতিতে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সরকারি অফিসসমূহের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে নতুন একটি কাঠামো প্রবর্তন করা হয়। নতুন কাঠামো অনুসরণপূর্বক কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর খসড়া কর্মপরিকল্পনা গত ৬ জুন ২০২১ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মধ্যকার এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের প্রধানদের সাথে ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষর

গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসমুহ সম্পর্কে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পন্ন গবেষণাসমূহের তালিকা

ক্রমিক	গবেষণার শিরোনাম	গবেষকের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	The Role of Technical and Vocational Education and Training (TVET) On Livelihood Development of Chakma Diploma Holders in Khagrachari District.	ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ্ত খিসা অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কক্সবাজার পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
২.	Recruitment of Competent Teachers' Lead to Improve Teaching Learning Quality In TVET.	টিম লিডার: জনাব সৈয়দ আবদুল আজিজ অধ্যক্ষ যশোর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ সদস্য: মোহাম্মদ কামরুজ্জামান পরিচালক জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)
৩.	An Innovative Approach for Assuring Quality of TVET Through Assessing the Implementation of NTVQF Tuned (Computer Technology) Occupational Courses.	টিম লিডার: জনাব মোঃ শাহ আলম মজুমদার বিশেষজ্ঞ (কোর্স এক্রিডিটেশন) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সদস্য: জনাব মোঃ মাহবুব আলম ইকুইপমেন্ট অফিসার কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৪.	Effectiveness of Job Placement Cell for Graduate of Dhaka Mohila Polytechnic Institute.	টিম লিডার: জনাব আরিফা পারভীন চিফ ইন্স্ট্রাকটর ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সদস্য: জনাব সায়েমা আক্তার জুনিয়র ইন্স্ট্রাকটর (টেক/কম্পিউটার) ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ক্রমিক	গবেষণার শিরোনাম	গবেষকের নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম
৫.	Innovating E-Learning App for Digitalization of The Technical and Vocational Education	জনাব মোঃ শহিদ ইকবাল সহযোগী অধ্যাপক (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং) সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
৬.	Effectivity of Innovative Biofloc Technology: Monosex Tilapia Production in TVET Facilities.	টিম লিডার: জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ চিফ ইন্সট্রাকটর (ফিশ কালচার) লক্ষ্মীপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ সদস্য: জনাব বিপ্লব বিকাশ পাল চৌধুরী ইন-চার্জ (গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৭.	Participation Barrier of Differently Abled Persons In TVET: A Case Study in Dhaka Polytechnic Institute.	জনাব ড. রেজা হাসান মাহমুদ ইন্সট্রাকটর (নন-টেক) সংযুক্ত কর্মকর্তা (আইন) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৮.	Demand Analysis of Diploma-In-Engineering (Printing Technology) In Current Job Market of Bangladesh.	জনাব মোঃ আলী হোসেন ইন্সট্রাকটর (টেক) গ্রাফিকস আর্টস ইনস্টিটিউট
৯.	Advantages of Language Skill in Jobs and Employment.	টিম লিডার: জনাব জাহিদ হাসান ভূঁইয়া ইন্সট্রাকটর (টেক/কম্পিউটার) গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সদস্য: জনাব মোঃ মাইনুল ইসলাম জুনিয়র ইন্সট্রাকটর (টেক/কম্পিউটার) গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১০.	Enrollment of Female Student's Participation in TVET at Jashore District: Challenges and Remedies.	টিম লিডার: জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান ইন্সট্রাকটর (টেক/আরএসি) যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সদস্য: জনাব মোঃ আবদুর রহমান ইন্সট্রাকটর (টেক/ইলেকট্রনিক্স) যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

ক) বোর্ডের চলমান বিভিন্ন শিক্ষাক্রমের গবেষণা পর্যালোচনা

শিক্ষাক্রম (Curriculum) প্রণয়নের প্রথম ধাপ হলো অবস্থার বিশ্লেষণ (Situation Annalysis) করা। অবস্থার বিশ্লেষণের তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কারিকুলামের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন, পরিমার্জন করার বিষয়ে শিক্ষা বিজ্ঞানীদের মতামত রয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বিভিন্ন কারিকুলামের অবস্থার বিশ্লেষণের কাজটি ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করে আসছে। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এর সাথে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক MOU (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়। এ পর্যন্ত সম্পাদিত ও চলমান গবেষণাগুলো নিম্নরুপ-

ছক-১: সম্পাদিত ও চলমান গবেষণা কার্যক্রম

ক্রমিক	গবেষণার শিরোনাম	গবেষণা দল	মন্তব্য
১.	A Report on Enrollment Analysis in TVET under Bangladesh Technical Education Board.	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	রিপোর্ট প্রকাশিত।
২.	Matching of NTVQF Qualification with the Occupations of Present Employment Market.	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	রিপোর্ট প্রকাশিত।
৩.	A Study for Making HSC (Business Management) Course More Market Responsive and Practical Oriented	অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	রিপোর্ট প্রকাশিত।
৪.	A Study for Enhancing Enrollment and Acceptability of SSC (Vocational) Course.	শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; রিপোর্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে; রিপোর্ট মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন।

৫.	A Study for Enhancing Enrollment and Acceptability of Dakhil (Vocational) Course.	শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; রিপোর্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে; রিপোর্ট মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন।
৬.	A Study for Enhancing Enrollment and Acceptability of HSC (Vocational) Course.	শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; রিপোর্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে; রিপোর্ট মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন।
৭.	A Tracer Study for Matching Diploma in Engineering Curriculum for Local and Global Employability	শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	গবেষণা কার্যক্রম চলমান।

গবেষণাসমূহের উদ্দেশ্য হল উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটদের কর্ম অবস্থা (employment status), কর্ম সন্তুষ্টি (level of job satisfaction), কর্মদক্ষতার উপরে চাকুরীদাতাগণের সন্তুষ্টি (level of job satisfaction), কারিকুলামে কোন ধরণের পরিবর্তনের প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য এনটিভিকিউএফ এর সাথে সমন্বয় রেখে পাঠ্যক্রম পরিমার্জন, উক্ত গ্রাজুয়েটদের দেশে ও বিদেশে কর্মধাপ, উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের বিস্তার এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা।

বিভিন্ন অর্থবছরে গবেষণাগুলো সম্পাদনের চুক্তি স্বাক্ষর হলেও গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই করে বই আকারে প্রকাশ করার জন্য প্রতি বছরে দুটি রিপোর্ট মুদ্রণের বিষয়টি বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিভুক্ত করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে "A Study for Enhancing Enrollment and Acceptability of HSC (Vocational) Course" এবং "A Tracer Study for Matching Diploma in Engineering Curriculum for Local and Global Employability" শীর্ষক গবেষণা দুটি বিবেচনায় নেয়া হয়।

খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে নেকটার পরিচালিত গবেষণাসমূহ

Research Topic 1: Contribution of National Academy for Computer Training and Research (NACTAR) on Skill Development and Creating Entrepreneurship.
দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার)-এর অবদান।

Research Topic 2: Institutions Evaluation of Trainee Teachers' participated in NACTAR provided 30 days ICT training according to ICT Curriculum of Secondary Education in Bangladesh.

‘একটাই লক্ষ্য
হতে হবে দক্ষ’

শিক্ষকদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

সেপ্টেম্বর ২০০০-এ বিশ্বনেতাদের প্রচেষ্টায় প্রণীত হয়েছিল এমডিজি (MDG-Millennium Development Goals) বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য যা ২০১৫ সালে এসে সমাপ্ত হয়েছে। এমডিজি'র মাধ্যমে বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানরা উন্নয়নের ৮টি বিষয়ে একমত হয়ে স্ব স্ব দেশের উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন বিগত ১৫ বছরে। কিছু লক্ষ্য পূরণ হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছুই বাকি রয়েছে। এমডিজি'র মেয়াদ শেষ হলেও ১০০ কোটি মানুষ এখনও দারিদ্র সীমার নিচে, অর্থাৎ তাদের দৈনিক আয় ১.২৫ ডলারের নিচে। এমডিজিতে মানবাধিকার বিষয়ে কোন উল্লেখ ছিল না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিও অস্পষ্ট ছিল।

এমডিজি'র নির্ধারিত ১৫ বছরের মেয়াদ শেষে ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানেরা 'Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development' শিরোনামে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি (Sustainable Development Goals-SDG) অনুমোদন করেন। এসডিজি এমডিজি'রই সম্প্রসারিত ও ধারাবাহিক রূপ যেটাতে টেকসই উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা বিস্তারিত, সুদূরপ্রসারী ও গণকেন্দ্রিক। এতে বিশ্বজনীন রূপান্তর সৃষ্টিকারী ১৭টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি টার্গেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

লক্ষ্যমাত্রা ১: দারিদ্রের অবসান

লক্ষ্যমাত্রা ২: ক্ষুধামুক্তি

লক্ষ্যমাত্রা ৩: সুস্বাস্থ্য

লক্ষ্যমাত্রা ৪: সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

লক্ষ্যমাত্রা ৫: লিঙ্গসমতা

লক্ষ্যমাত্রা ৬: বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃব্যবস্থা

লক্ষ্যমাত্রা ৭: নবায়নযোগ্য জ্বালানি

লক্ষ্যমাত্রা ৮: উপযুক্ত কর্ম এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

লক্ষ্যমাত্রা ৯: কারখানা, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

লক্ষ্যমাত্রা ১০: আন্তঃদেশীয় বৈষম্য হ্রাস

লক্ষ্যমাত্রা ১১: টেকসই নগর ও কমিউনিটি

লক্ষ্যমাত্রা ১২: দায়িত্বপূর্ণ ভোগ এবং উৎপাদন

লক্ষ্যমাত্রা ১৩: জলবায়ু বিষয়ক পদক্ষেপ

লক্ষ্যমাত্রা ১৪: জলজ জীবন

লক্ষ্যমাত্রা ১৫: ভূ-পৃষ্ঠের জীবন

লক্ষ্যমাত্রা ১৬: শান্তি ও ন্যায়বিচার

লক্ষ্যমাত্রা ১৭: লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অংশীদারিত্ব

শিক্ষা খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪: সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি।

‘এসডিজি-৪’ বাস্তবায়নে লক্ষ্যসমূহ

লক্ষ্য ৪.১: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ৪.২: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

লক্ষ্য ৪.৩: বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ৪.৪: চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

লক্ষ্য ৪.৫: অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

লক্ষ্য ৪.৬: নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যুব সমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ৪.৭: অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ৪.ক: শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধা নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ প্রদান করা।

লক্ষ্য ৪.খ: উন্নত দেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচিসহ উচ্চশিক্ষায় ভর্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ,উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রদেয় বৃত্তির সংখ্যা বৈশ্বিকভাবে ২০২০সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

লক্ষ্য ৪.গ: শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক কার্যক্রম ও অর্জন

এসডিজি বাস্তবায়নে বিশ্বের যে তিনটি দেশ সবচেয়ে এগিয়ে আছে তার মধ্যে বাংলাদেশের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। অন্য দুটি দেশ হচ্ছে আফগানিস্তান ও আইভরিকোস্ট। 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-২০২১' শীর্ষক প্রতিবেদন মতে এসডিজি সূচকে বিশ্বের ১৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯ তম।

সবুজ, হলুদ, লাল-৩টি রঙ দ্বারা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা উত্তরণের অবস্থা নির্দেশ করা হয়। সবুজ রঙের অর্থ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, হলুদ রঙের অর্থ লক্ষ্য অর্জনের সঠিক পথে রয়েছে এবং লাল রঙের অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান হলুদ রঙ-এ চিহ্নিত। এ লক্ষ্য অর্জনে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সাথে আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার) সমন্বিতভাবে কাজ করছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশ ও দেশের বাইরের শ্রমবাজারে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ প্রেরণে এ বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ লীড এবং কো-লীড মিনিস্ট্রি হিসেবে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কাজ করছে। সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা; অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম উৎপাদনমুখী মানবসম্পদ তৈরি; কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি; কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; শিক্ষার সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা এবং সকল জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; শিশু, প্রতিবন্ধি ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন; যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি; চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিটি স্তরে পাঠ্যক্রমে নতুন নতুন কন্টেন্ট অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এর প্রায়োগিক বিষয়ে কার্যকর শিখন পরিবেশ তৈরীকরণের মাধ্যমে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিম্নলিখিত প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে এসডিজি-৪ বাস্তবায়ন করছে:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী
১	১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন প্রকল্প	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
২	অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	
৩	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে চারটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	
৪	বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন	
৫	২৩ জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	
৬	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় শহরে চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প	
৭	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	
৮	উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	
৯	Skills-21- Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth	
১০	নির্বাচিত (১৮০০) মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
১১	৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	
১২	মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন (MEMIS) সাপোর্ট শীর্ষক প্রকল্প	

এছাড়াও, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া কর্তৃক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ৯টি কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন বয়সী প্রশিক্ষণার্থীদের কম্পিউটার ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এ বিভাগের এসডিজি কর্মপরিকল্পনা

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে এ বিভাগের এসডিজি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে যার মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্য-৪ বাস্তবায়নে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে।

‘একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ’

শিক্ষকদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

অডিট ও মামলা

অডিট সংক্রান্ত তথ্য

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিগত তিন বছরের (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের) অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তির তথ্য:

ক্রমিক	বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	৩ বছরে আগত মোট অডিট আপত্তি	৩ বছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি
০১.	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।	১০০	৪৬
০২.	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।	২৩	০৪
০৩.	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	২২	২০
০৪.	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	২২	০০
০৫.	নেকটার, বগুড়া	০৪	০০
০৬.	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, (BMTTI), গাজীপুর	০৪	০০
	সর্বমোট =	১৭৫	৭০

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিগত তিন বছরের (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের) মামলা দায়ের ও নিস্পত্তির তথ্য:

২০১৮-২০১৯			২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১		মোট	
দপ্তর-সংস্থার নাম	দায়েরকৃত সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত সংখ্যা	দায়েরকৃত সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত সংখ্যা	দায়েরকৃত সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত সংখ্যা	দায়ের	নিস্পত্তি
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	৮৮	০৭	৮৩	৩৫	৪৬	১৭	২১৭	৫৯
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	১০৯	৩৭	১৭১	৪৯	২০৬	৬১	৪৮৬	১৪৭
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	২৭	০৫	২৪	০২	১৩	০২	৬৪	০৯
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	৮৪	০০	৮০	--	৫১	০০	২১৫	০০
জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একডেমী: (নেকটার)	--	--	--	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	--	--	--	--	--	--	--	--

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সকল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে কারিগরি শিক্ষা চালুকরণ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে প্রাক বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু-র উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী যাদের বয়স ৩০ বছরের নিচে তাদেরকে উৎপাদনমুখী ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদে রূপান্তর করে দেশের সমৃদ্ধি ও শান্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবনির্মিত ৩৫টি সরকারি কারিগরি কলেজে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। শিশুদের ব্যবহার উপযোগী প্লাষ্টিক ও বিপজ্জনক নয় এরূপ যন্ত্রপাতি-র ব্যবহারের মাধ্যমে কৌতুহলোদ্দীপক পাঠদান পদ্ধতিতে কারিগরি শিক্ষায় পরিচিত করার লক্ষ্যে এ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আগামীতে সকল টিএসসি-তে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে প্রি-ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে।

৭ম ও ৮ম শ্রেণির কারিগরি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন

২০২২ সালে বিদ্যমান ৬৪টি, ২০২১ সালে চালু হওয়া নবনির্মিত ৩৫টি এবং নবনির্মিত আরো ৩৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে প্রাক বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ৯ম শ্রেণিতে বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো-র সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা পর্যায়ে (Skill level ১ হতে ৩ পর্যন্ত) এসএসসি (ভোকেশনাল) ও Skill level ৪ হতে ৫ পর্যন্ত, এইচএসসি (ভোকেশনাল) কোর্সে যুগোপযোগী ১৪টি ট্রেড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হচ্ছে। নবনির্মিত ৩৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৯ম শ্রেণির জন্য সিভিল কনস্ট্রাকশন, কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি, জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস, জেনারেল মেকানিক্স, ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন এই ০৫টি ট্রেড হতে যেকোন ০৪টি ট্রেডে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের সুযোগ পাবে।

৩৫টি টিএসসিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা

প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালে ৩৫টি টিএসসি চালু করা হয় এবং ২০২২ সালে আরো ৩৫টি টিএসসি চালু করা হবে। বাকী ৩০টি পরবর্তী শিক্ষা বছরে চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫০০টি মাদ্রাসায় ২-৫টি ভোকেশনাল ট্রেড চালু করা

মাদ্রাসা শিক্ষাকে কর্মমুখী করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত কমপক্ষে ৫০০ (এমপিওভুক্ত) মাদ্রাসায় ৯ম শ্রেণিতে ২ বা ততোধিক ট্রেডে শিক্ষার্থী ভর্তি-র লক্ষ্যে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রকল্প প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব মাদ্রাসায় পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে প্রি-ভোক কোর্স চালু করা হবে।

বিদ্যমান ১২টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটকে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচালনা

বিভাগীয় সদরে এবং গুরুত্বপূর্ণ আরও ৪টি জেলা সদরে অবস্থিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-কে শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রম চালু রাখার পাশাপাশি উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য পলিটেকনিক/টিএসসি-র শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি করতে হবে এবং তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আঞ্চলিক টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে কাজ করবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ল্যাবসমূহ জরুরিভিত্তিতে আধুনিকায়ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরি আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে মাদার টেকনোলজী (সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং)-র বিভিন্ন ল্যাব স্থাপন/ উন্নয়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন ও কার্যক্রম জোরদারকরণ

জেলা সদরে অবস্থিত ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতাবৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায়ে আরও ১০০টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দেশের বাকী ৩২৯টি উপজেলায় টিএসসি স্থাপনের (২য় পর্যায়) জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় জমি নির্বাচন ও অধিগ্রহণের কাজ এগিয়ে চলছে। আগামী ২০২৩-২৪ সালে বরাদ্দ এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক টিএসসি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা

ASSET প্রকল্পের আওতায় দেশের সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সহায়তা (Institutional Development Grant) প্রদান, শিক্ষকদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং শিল্প সংযোগের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সহায়তায় সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ল্যাবরেটরি স্থাপন ও শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেসিপ প্রকল্পের আওতায় চালু হওয়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিগরি শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে সাধারণ শিক্ষা ধারায় কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রি-ভোক এবং ভোকেশনাল শিক্ষা চালুর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসাসহ সাধারণ শিক্ষাধারায় যাতে করে কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারণ এবং ২০৩০ সাল নাগাদ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত করা যায়।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও অধীন দপ্তরসমূহের অর্গানোগ্রাম পুনর্বিন্যাস এবং পদসৃজন

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও অধীন দপ্তরসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান জনবল কাঠামো পরীক্ষা ও পর্যালোচনাক্রমে সংশোধিত জনবল কাঠামো-র প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। এসব জনবল কাঠামো অনুমোদন হলে সৃষ্ট পদসমূহে যথাযথ নিয়োগ/পদায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

পাঠ্যপুস্তক এবং প্রশিক্ষণকে BNQF অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ

শ্রেণিশিক্ষাকে দক্ষতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে যোগ্যতা কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ট্রেডে নতুন করে পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ হতে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক হালনাগাদ/পুনর্বিন্যাস করা হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে এ সকল পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাবে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে চালু হওয়া ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়। প্রি-ভোক এবং বৃত্তিমূলক ট্রেডসমূহের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে এসব পাঠ্যপুস্তক জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো-তে বর্ণিত দক্ষতার বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেড ও টেকনোলজি-র প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ দক্ষতাভিত্তিক করার লক্ষ্যে তা পর্যালোচনা এবং যোগ্যতা কাঠামোর সাথে মিলিয়ে কোর্স কনটেন্ট তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।